জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন

(প্রথম সংখ্যা)

বীজ অনুমোদন সংস্থা

BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL BARC

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন

(প্রথম সংখ্যা)

বীজ অনুমোদন সংস্থা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

মুখবন্ধ

১৯৭৩ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্ষদ। এই বোর্ড/পর্ষদ বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বীজের উৎকর্ষতা, মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং চাষী পর্যায়ে বীজ বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনকারী, বীজ বিতরণকারী ও পরিদর্শনকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি এবং সদস্যপদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত সমূহ কৃষি উন্নয়নের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্যবহারিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সক্ষম। এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের এই পর্যন্ত মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভাগুলির কার্যবিবরণী লইয়া "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। পরবর্তী সভার কার্যাবলী লইয়াও এই ধরণের প্রকাশনার আশা আছে। বর্তমান সংখ্যাটি বাংলায় গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা করিয়াছেন বীজ অনুমোদন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। বীজ অনুমোদন সংস্থা ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদিগকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবার জন্য ধন্যবাদ জানানো যাইতেছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশনায় বেশ কিছু ভুলত্রুটি থাকিতে পারে। বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর চোখে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে এবং পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশনার বিষয়ে পাঠক, কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ কামনা করা যাইতেছে।

কাজী মোঃ বদরুদ্দোজা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন	১
জাতীয় বীজ বোর্ড গঠন এবং পুনর্গঠন	
২। প্রথম সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৩
শস্য বীজ প্রকল্পের ঋণচুক্তিপত্রের শর্তাবলী বাস্তবায়ন।	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার বীজ বর্ধন খামারের ভূমি বন্দুরতা ও মৃত্তিকা জরিপ।	
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপ-কেন্দ্রের উন্নয়ন।	
গম প্রজনন এবং প্রজনন বীজ উৎপাদন।	
জনাব এ, আজিজ, মহাব্যবস্থাপক (সরেজমিন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে বীজ বোর্ডের সদস্যকরণ।	
৩। দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৪
নতুন জাতের ফসল মাঠে চাষাবাদের পূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ।	
কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত ৫টি গম জাতের অনুমোদন।	
বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের দুটি জাতের অনুমোদন লাভে ব্যর্থতা।	
পাজাম ধানের জাতকে অনুমোদন না দেয়া।	
জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভের জন্য নির্দিষ্ট ছকপত্রে আবেদন পেশ করা।	
৪। তৃতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৫
বীজ পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় "রেজিষ্টার্ড বীজ" নামক কোন স্তর না রাখা।	
বীজ প্রজননকারী সংস্থা কর্তৃক তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে নতুন জাত উদ্ভাবন করা।	
"বীজ আইনের" খসড়ার উপর আলোচনা।	
চার প্রকার উফসী তুলার অনুমোদন প্রস্তাব।	
গমের "টেনরী—৭১" জাতকে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন।	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উপর পেশকৃত প্রস্তাবসমূহ আলোচনা।	
৫। চতুর্থ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৬
বীজ আইনের খসড়াতে মুখবন্ধ যোগ করা।	
বীজ অনুমোদন সংস্থা ও জাতীয় বীজ বোর্ডের শর্তাবলীতে সরকারী বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করা।	
বীজ সংরক্ষণের সকল আইন ও বিধি প্রণয়ন ও প্রকাশনা।	
বীজ আইনে নতুন ধারা সংযোজন।	
"বীজ অনুমোদন ম্যানুয়েল" এর খসড়া অনুমোদন।	
ব্রী-শাইল জাতের ধানের অনুমোদন।	
চারটি উন্নত জাতের তুলার অনুমোদন।	
৬। পঞ্চম সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৭
উফসী ধানের উপর এ্যাকশন চার্ট তৈরী।	
জুপাটিকো—৭৩ এবং নুরী—৭০ নামক দুটি গম জাতের সাময়িক অনুমোদন লাভ।	
৭। ষষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	৮
চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে সরিষা বীজ উৎপাদন কর্মসূচী বাতিলকরণ।	

বিষয়

আই আর—২০ জাতে বিষ্ণুতার বিষয়ে আলোচনা।
পাজামকে উফশী জাতের পরিবর্তে আধুনিক উন্নত জাত হিসাবে গণ্য করা।
আধুনিক ধানের জাতের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন।
সোনালিকা গমের বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ কর্মসূচী (১৯৭৫—৭৬)।

৮। সপ্তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ৯

দানা জাতীয় শস্য বীজের চাষাবাদ।
জাতীয় সরিষা (Appressed Mustard) জাতের অনুমোদন না দেয়া।
'বসরাই' জাতের কলা চাষাবাদের অনুমোদন।
ধান ও গমের অনুবর্তীকালীন স্বাভাবিক বীজ মান নির্ধারণের জন্য উপ-কমিটি গঠন।
বিদেশ থেকে বীজ আমদানী প্রসংগ।
স্থানীয় জাতের ধান ও শাকসব্জী পরীক্ষাকরণ।

৯। অষ্টম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ১০

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৬-৮-৭৬ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের আবেদনের জন্য ছকপত্র তৈরী উপ-কমিটি গঠন।
ধান, গম ও পাটের অন্তবর্তীকালীন 'বীজ মান' নির্ধারণ।
আলু বীজের সাময়িক 'বীজ মান' নির্ধারন।
পাট বীজ উন্নয়ন প্রকল্প।
স্ট্রীং বীন অনুমোদন।
বৎসরে তিন বারের পরিবর্তে দুবার জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠান।
'এটম পাট—৮' বিবেচনার জন্য বীজ বোর্ডে পেশ।
উফসী, আধুনিক ইত্যাদি জাতের নামকরণে অনিয়ম।

১০। নবম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ১২

ভিত্তিবীজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য প্রজননবিদের বীজের মান নির্ধারণ।
গুড় তৈরী এবং চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আখ জাতের অনুমোদন।
আগাম ও বন্যাকবলমুক্ত স্থানীয় জাতের ধান বীজ বাছাই।
বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ ম্যানুয়েল।
সরকারী খামারে বীজ প্রজনন, উৎপাদন এবং আমদানী।
সবুজ পাট ও আশু পাটের অনুমোদন।
জলীকেনাফ ও টানি মেস্তার নামকরণ।
বন্যাকবলিত এলাকার জন্য রোপা আমন ধানের বীজ সংরক্ষণ।

১১। দশম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ১৩

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ধান, গম ও পাট বীজের প্রজননবিদের বীজ মান অনুমোদন।
বিদেশ থেকে বীজ আমদানী।
জাতওয়ারী বীজ আমদানীর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন।
গ্রেড—২, পাট বীজের বীজমান।
তালিকাভুক্ত চাষীদের নিকট থেকে পাট বীজ ক্রয়ে অসুবিধা।
জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার সময়সূচী পুনঃ নির্ধারণ।
বীজ বোর্ডে ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য গ্রহণ।
আমদানীকৃত বীজের ফলাফল মূল্যায়ন।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১২। একাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	১৪
ডাল ও তৈল জাতীয় শস্যের 'বীজ মান' সম্পর্কীয় কারিগরি তথ্যাবলী পেশ।	
ধানের বন্যা এড়ানোর জাত উদ্ভাবনে পদক্ষেপ গ্রহণ।	
পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৫০,০০০ মন পাট বীজ উৎপাদন।	
সব্জী বীজের প্রয়োজনীয়তা এবং ফরমাশ এবং আমদানী।	
আশা (বি, আর—৮) এবং সুফলা (বি, আর—৯) জাতের ধানের অনুমোদন।	
প্রত্যায়িত বীজের বস্তার প্রত্যায়নপত্র সংযোজন।	
বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক পাট বীজ ছাড়াই অন্যান্য বীজ অনুমোদন।	
১৫ সদস্য বিশিষ্ট বীজ বোর্ড পুণর্গঠন।	
শস্য নিরোধ বিভাগের প্রতিনিধিকে বীজ বোর্ডের সদস্য নিয়োগ।	
১৩। দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	১৬
১০-৮-৭৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন।	
বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ধান চাষের উপযোগিতা।	
নতুন জাতের পাট ও তৈল জাতীয় বীজের অনুমোদন।	
শস্য নিরোধ প্রযুক্তি প্রয়োগ।	
বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭ অনুসারে বীজ আইন প্রয়োগ।	
১৪। ত্রয়োদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	১৭
খসড়া "বীজ বিধি" অনুমোদন।	
পাট ও তৈল জাতীয় ফসলের নতুন জাত অনুমোদন।	
ডাল ও তৈল জাতীয় বীজের বীজমান নির্ধারণ।	
ধানের বন্যা এড়ানো জাত উদ্ভাবন।	
ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের কার্যকারিতা।	
সব্জী বীজ আমদানী।	
বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ধানের উপযোগিতা।	
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠাকুরগাঁও সেচ প্রকল্পে উৎপাদিত গম বীজ প্রত্যায়ন।	
১৫। বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	১৯
বাংলাদেশ বীজ বিধি—৭৯ খসড়া অনুমোদন।	
বীজ অনুমোদনের পূর্বে গুণাগুণ পরীক্ষা।	
সরিষা, চিনাবাদাম ও গমের নতুন জাতের অনুমোদন।	
ধানের উফসী আগামজাতের উদ্ভাবন।	
ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের ফলাফল প্রেরণ।	
নতুন জাতের অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি গঠন।	
বীজ অনুমোদন সংস্থার পাট বীজ প্রকল্প।	
১৬। চতুর্দশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ	২১
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলী অনুমোদন।	
বীজ বর্ধন, আমদানী ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি।	
ইরাটম—২০ জাতের অনুমোদন এবং ইরাটম—৩৮ জাতের চাষাবাদ স্থগিত।	
মূল্যায়ন কমিটি পরিবর্তন।	
'বীজ বিধি—১৯৮০' প্রয়োগ এবং প্রত্যায়ন ফি আদায়।	
পাট বীজ প্রত্যায়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা।	

বিষয় পৃষ্ঠা

১৭। পঞ্চদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ ২৩

আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইপ্রোহোলা এবং বাংলাদেশ কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পদ (BAU-M/12) জাতের অনুমোদন।
ধান, গম, পাট সূর্যমুখী, সয়াবীন, আলু এবং সব্জী বীজের বীজ মান অনুমোদন।
মূল্যায়ন কমিটি পরিবর্তন।
ব্যক্তিগত পর্যায়ে সব্জী বীজ উন্নয়ন কর্মসূচী।
বর্তমানে জাতীয় বীজ বোর্ডের সময়সীমা সম্পর্কিত।

১৮। ষষ্ঠদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ ২৪

জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব নির্বাচন।
জাতীয় বীজ বোর্ড গঠন।

১৯। সপ্তদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ ২৪

কারিগরি কমিট কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যক্রমসমূহের অনুমোদন।
ব্যক্তিগত পর্যায়ে সব্জী বীজ উন্নয়ন কর্মসূচী।
জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিয়োগ।
এবং আণবিক শক্তি কমিশনের সদস্যদের পরিবর্তিত ঠিকানা অনুসরণ।

২০। অষ্টাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ ২৬

'অষ্ট্রেলিয়ান' জাতের সরিষা অনুমোদন সংক্রান্ত।
কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক শীতকালীন বিদেশী শাক-সব্জীর তালিকা তৈরী।
বিদেশ থেকে সব্জী বীজ আমদানী।
কিরনী (ডি, এস—১), গিমা কলমী ও তাসাকি সান মূলা—১ এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
বি এ ডবল—৩৯, বি এ ডবল—৪৩ এর জনপ্রিয় নাম বরকত এবং আকবর অনুমোদন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন কৃষি গবেষণা পরিষদের সহযোগিতায়
প্রকাশ করা।
কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যক্রমসমূহ অনুমোদন।
সম্বল, কাজী পেয়ারা, বটি শাক ও চিনা শাকের অনুমোদন সংক্রান্ত।
জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব নির্বাচন।
বীজ বোর্ডের ছকপত্র।
ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলায় বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী লেখা।

২১। পরিশিষ্ট ২৯

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

১.০০ জাতীয় বীজ বোর্ড একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্ষদ যাহা বাংলাদেশে নূতন উদ্ভাবিত কোন শস্য বীজের জাত দেশে চাষাবাদ প্রচলনের সরকারী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ। এই বোর্ড প্রাথমিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২২-৯-৭৩ তারিখের নং-পিসি/বিবিধ-৮১/৭৩/৪৪৮ সংখ্যক সরকারী আদেশে দশজন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। পরবর্তীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির "বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭" অনুসারে মন্ত্রণালয়ের ২৫-১০-১৯৭৮ তারিখের নং-এসআরও-৩/এসসিএ-১৩/৭৮/১১৬৮ সংখ্যক আদেশে নিম্নবর্ণিত সদস্যদেরকে নিয়া পুনর্গঠিত হয়ঃ—

বীজ অধ্যাদেশ-৭৭ অনুসারে কৃষি সচিব পদাধিকারবলে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি।

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন—	সদস্য
(খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ—	"
(গ) পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট—	"
(ঘ) পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট—	"
(ঙ) কৃষি পরিচালক, (সঃ ও ব্যঃ)—	"
(চ) সদস্য, আণবিক শক্তি কমিশন, (কৃষি)—	"
(ছ) নির্বাহী পরিচালক, তামাক উন্নয়ন বোর্ড—	"
(জ) পরিচালক, পাট গবেষণা (কৃষি), বিজেআরআই—	"
(ঝ) পরিচালক, পাট বীজ বিভাগ, বিজেআরআই—	"
(ঞ) কৃষি পরিচালক, (পাট উৎপাদন)—	"
(ট) পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট—	"
(ঠ) নির্বাহী পরিচালক, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড—	"
(ড) যুগ্ম পরিচালক, (শস্য সংরক্ষণ বিভাগ)—	"
(ঢ) মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), বিএডিসি এবং	"
(ন) পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা—	"

২.০০ এই বোর্ডের মেয়াদ তিন বৎসর শেষ হওয়ার পর পরবর্তীতে আরও তিন বৎসরের জন্য "বীজ অধ্যাদেশ-১৯৭৭" এর ৩ ধারা (১), (২) এবং (৬) উপ-ধারা বলে মন্ত্রণালয়ের ৩-৩-৮২ তারিখের নং-কৃষি/গবেষণা/বীজ-১২/৮২/১১৪ সংখ্যক পত্রে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বোর্ডকে পুনর্বিন্যাস করা হয় ঃ—

(ক) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি ও বন বিভাগ—	সভাপতি
(খ) চেয়ারম্যান, কৃষি গবেষণা পরিষদ—	সদস্য
(গ) পরিচালক, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট—	"
(ঘ) রেজিষ্ট্রার, সমবায় সমিতি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়—	"

(ঙ) সদস্য-পরিচালক, (সরেজমিন)/মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন— সদস্য

(চ) কৃষি পরিচালক (সঃ ও ব্যঃ)— "

(ছ) নির্বাহী পরিচালক, বিজেআরআই— "

(জ) পরিচালক, ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা— "

(ঝ) সদস্য, আণবিক শক্তি কমিশন, (কৃষি)— "

(ঞ) নির্বাহী পরিচালক, তামাক উন্নয়ন বোর্ড— "

(ট) কৃষি পরিচালক, (পাট উৎপাদন)— "

(ঠ) নির্বাহী পরিচালক, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড— "

(ড) পরিচালক, শস্য সংরক্ষণ— "

(ঢ) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড— "

(ণ) পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা— "

(ত) ডীন, কৃষি অনুষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ— "

এ বোর্ডের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই কৃষি মন্ত্রণালয় ৩-১০-৮২ তারিখের নং-কৃষি/গবেষণা/বীজ—১২/৮২/৯০৪/১(১৬) সংখ্যক আদেশে পুনরায় বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হয়। এই নব গঠিত বোর্ডে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের রেজিষ্ট্রার ও মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), বিএডিসিকে বাদ দিয়া মহা পরিচালক, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সদস্য পরিচালক (সরেজমিন), বিএডিসিকে অনুর্ভুক্ত করা হয়।

৩·০০ "বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭" এর ২৩ ধারা বলে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বীজ বিধি-১৯৮০" জারী করা হয় (বাংলাদেশ গেজেট-অতিরিক্ত, ২৬-২-৮০) বীজ বিধির ৩ ধারায় জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশিত হয় ঃ—

(ক) বীজ অনুমোদন সংস্থার আওতাধীন বীজ পরীক্ষাগারে বীজের নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে প্রতিটি নমুনার জন্য ফি/চাঁদার হার নির্ধারণের সুপারিশ করা।

(খ) বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(গ) বোর্ডের সুপারিশসমূহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র সরকারের নিকট পেশ করা।

(ঘ) জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহ এবং জুলাই এর ১ম সপ্তাহ, বৎসরে এই দুইবার বোর্ডের সভার আয়োজন করা।

(ঙ) কোন বিষয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে বোর্ডের "বিশেষ সভা" আয়োজন করা।

(চ) "বীজ অধ্যাদেশ-১৯৭৭" এর ৫ম ধারা অনুযায়ী কোন ফসলের জাত উদ্ভাবনের পর উহার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

(ছ) বীজ বর্ধন, বীজ আমদানী এবং বীজের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

(জ) বীজ প্রত্যায়নের মান নির্ধারণ, বীজ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণসমূহের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

(ঘ) ইহা ছাড়া বোর্ড বীজ অধ্যাদেশ, বীজ আইন ও বীজ বিধির পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা।

৪·০০ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হইল।

৪·০১ প্রথম সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১৮-১-১৯৭৪ তারিখে জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা আইবিআরডি'র (IBRD) প্রতিনিধি মেসার্স, জে, এফ, লেজার এবং এ, সেগার এর অনুরোধক্রমে শস্য বীজ প্রকল্প (Cereal Seed Project) বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়। আলোচনার পর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

০১·১ শস্য বীজ প্রকল্পের (Cereal Seed Project) ঋণ চুক্তিপত্রের শর্তাবলী বাস্তবায়ন :

আইবিআরডি (IBRD) প্রতিনিধি সভাকে অবগত করেন যে, চুক্তিপত্রের ৮·০১ এর ধারা অনুযায়ী ৫টি শর্তের মধ্যে তিনটি শর্ত ইতিমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে এবং বাকী দুইটি যথা, উপদেষ্টা নিয়োগ এবং বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠা আগামী ৩/৪ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সচিবের স্বাক্ষরের পর আইবিআরডি প্রতিনিধির অনুরোধক্রমে উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের দুই কপি (IBRD) প্রতিনিধির নিকট তাহাদের এই দেশ ত্যাগের পূর্বে দেওয়া হইবে এবং তাহারা চুক্তিপত্রের এক কপি অন্যপক্ষের স্বাক্ষরের পর সরকারের নিকট ফেরত দিবেন। বীজ অনুমোদন সংস্থার প্রতিষ্ঠা আদেশের এক কপিও তাহাদেরকে দেওয়া হইবে বলিয়া জানান হয়। আইডিএ ঋণের ১০·০১ ধারার শর্ত মোতাবেক বা শস্যবীজ প্রকল্পের চুক্তির ১·০০ নং অনুচ্ছেদের ১·০১ ধারা অনুসারে ঋণচুক্তি বাস্তবায়নের একটি প্রত্যায়নপত্র আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের নিকট হইতে আইবিআরডি প্রতিনিধিকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র প্রদানের সম্মতি প্রদান করেন।

০১·২ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বীজ বর্ধন খামারের ভূমি বন্ধুরতা ও মৃত্তিকা জরিপ :

আইবিআরডি (IBRD)-র প্রতিনিধিকে জানানো হয় যে, কৃষি উন্নয়ন সংস্থার অধিকাংশ খামারের ভূমির জরিপ সম্পর্কীয় রিপোর্ট সরকারের নিকট রহিয়াছে এবং বাকীগুলি আগামী ২০শে জুন/৭৪ এর ভিতরে পাওয়া যাইতে পারে যাহা চুক্তির ৪·০৬ ধারা অনুযায়ী সরবরাহ করার কথা। মৃত্তিকা জরিপ সম্পর্কে বিএডিসি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভূমি জরীপ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করিয়াছেন এবং জরীপ কাজ নির্দিষ্ট তারিখে শেষ হইবে বলিয়া জানান। আইবিআরডি প্রতিনিধি মতামত ব্যক্ত করেন যে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য ৩০শে জুন-৭৪ এর পর ভূমি জরীপ কাজ করা সম্ভব না হইলে আইডিএ অতিরিক্ত সময় বাড়াতে পারিবে।

০১·৩ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উপ-কেন্দ্রের উন্নয়ন :

আইবিআরডি প্রতিনিধিকে জানানো হয় যে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে অনেক স্থানেই সরকারের জমি রহিয়াছে এবং যে সমস্ত জায়গায় হুকুম দখল করার প্রয়োজন হইবে সেইখানে সভাপতি নিজেই উদ্যোগী হইবেন।

(ক) ডঃ এ, ছালাম, ডঃ এ, আলীম, জনাব এ, আজিজ এবং মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন)-কে নিয়া উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং এই উপ-কমিটি বরিশাল, নোয়াখালী অথবা খুলনার লবনাক্ততা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত জম্মানোর জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের একটি উপ-কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করিবে।

(খ) দিনাজপুর উপ-কেন্দ্রের জন্য জনাব এস, এইচ, হাজারিকা, ডঃ এ, ইসলাম এবং ডঃ হাসানুজ্জামানকে নসিপুর ফার্মের সাথে যোগাযোগ করিয়া জমি প্রাপ্তির ব্যাপারে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(গ) আইবিআরডি উপদেষ্টাদের আগমনের তারিখ নিয়া আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সভার সভাপতি জনাব এস, এইচ, হাজারিকা, যুগ্ম-সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংগে আলোচনা করিয়া মিশনের দেশ ত্যাগের পূর্বে তারিখ জানানো হইবে।

০১·৪ **গম প্রজনন এবং প্রজননবিদের বীজ উৎপাদন :**

মিশনকে জানানো হয় যে, চুক্তিপত্রের এই ধারা ধান বীজ উৎপাদনের কর্মসূচীর মত একইভাবে করা হইবে।

০১·৫ জনাব এ, আজিজ, মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য করার জন্য মিশন প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবে সভাপতি ও সদস্যগণ সম্মত হন।

০১·৬ ২৪শে জানুয়ারী/৭৪ ইং সভাপতি নির্বাচনের জন্য পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক সভার কাজ শেষ হয়।

৪·০২ **দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ :**

৯-১১-৭৪ তারিখে জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

০২·১ বোর্ড হইতে কোন জাতের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোন উদ্ভাবিত/পর্যবেক্ষণাধীন/লাইন্স/জাত চাষাবাদের জন্য বিতরণ করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নিশ্চয়তা বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কোন নূতন জাত মাঠে চাষাবাদের পূর্বে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০২·২ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রস্তাবক্রমে বোর্ড কর্তৃক ৫টি গম জাতের অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদনের প্রাপ্ত জাতগুলো হইল—

(ক) সনোরা-৬৪ সারাদেশে জন্মানোর জন্য।

(খ) মেক্সি ৬৫ সারাদেশে জন্মানোর জন্য।

(গ) ইনিয়া-৬৬ রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার জন্য।

(ঘ) নরটোনো-৬৭ " " "

(ঙ) সোনালিকা—সারাদেশে জন্মানোর জন্য।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের দুইটি জাত অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট পেশ করা হয়। এই দুইটি জাতের মাঠের গুণাগুণ (Performance) ভাল দেখা গিয়াছে। কিন্তু টুংরো ভাইরাস এবং বি, এল, বি রোগের উপর তাহাদের কোন ফলাফলের উপাত্ত (Data) দেখাইতে না পারায় দুইটি জাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয় নাই। তবে জাত দুইটির টুংরো ভাইরাস এবং বি, এল, বি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রহিয়াছে এই ধরণের তথ্য দাখিল করার পর অনুমোদন দেওয়া হইবে বলিয়া কমিশনকে জানাইয়া দেওয়া হয়। টুংরো এবং ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট-এ দুইটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায় পাজাম জাতকে অনুমোদন দেওয়া হয় নাই।

০২·৪ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কোন জাতের অনুমোদন দেওয়ার জন্য অনুমোদিত কোন বিশেষ ছকপত্র তৈরী না করা পর্যন্ত বিআরআই যে ছকপত্রে গমের জাতের অনুমোদনের জন্য আবেদন করিয়াছে সেই ছকপত্রেই আপাততঃ জাত অনুমোদনের জন্য আবেদন করা চলিবে।

(ক) কোন জাতের অনুমোদনের প্রস্তাব উহার বিভিন্ন আবহাওয়ায় জন্মানোর উপযোগী তার রিপোর্টসহ পেশ করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ইতিমধ্যে যে সমস্ত জাত অনুমোদিত হইয়াছে সেইগুলি বোর্ড কর্তৃক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে এ সমস্ত জাত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(গ) ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক শস্যের উন্নত জাতের উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমিক (Pedigreed) বীজ উৎপাদনের জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছে তাহা পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে।

৪·০০ তৃতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

১৪-৪-৭৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল ঃ—

০৩·১ বীজ পরিবর্ধন প্রক্রিয়ায় "রেজিস্টার্ড বীজ" বলিয়া কোন স্তর থাকিবে না। ভিত্তি বীজ হইতে যে বীজ উৎপাদন করা হইবে তাহাকেই প্রত্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হইবে এবং প্রত্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ নামে অভিহিত হইবে।

০৩·২ বীজ প্রজননকারী সংস্থা তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে নূতন জাতের উদ্ভাবন করিবে এবং ইহার অঞ্চল ভিত্তিক পরীক্ষার ব্যাপারে অন্যান্য সংস্থার সংগে সমন্বয় করিবে। ফলে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইলে নূতন জাতের বিভিন্ন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

০৩·৩ "বীজ আইনের খসড়া" আলোচনার জন্য অধিক সময়ের দরকার হইবে বিধায় এবং বোর্ডের সদস্যগণকে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই বিষয়টি বোর্ডের আগামী সভায় বিবেচনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০৩·৪ "চারি প্রকারের উফসী তুলা" সাধারণভাবে চাষের জন্য অনুমোদনের প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ডের সভায় আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়।

০৩·৫ "ইরাটম ধানের প্রতিবেদন" বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন এর পক্ষ হইতে উদ্যোক্তা হিসাবে কেউ সভায় উপস্থিত না থাকায় আলোচনা করা হয় নাই।

০৩·৬ গমের "টেনরী-৭১" জাতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। জেলাগুলি হইল, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া; ফরিদপুর, ঢাকা; কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এই জাতটি সেচবিহীন জমিতে ফলাইয়া ইহার "খড়া সহিষ্ণুতার" ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে বীজ বোর্ডের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে। এই প্রসংগে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে নূতন জাতের অনুমোদনের আবেদনে বীজের খড়া ও আদ্রতা সহিষ্ণুতার ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিবে।

০৩·৭ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবসমূহ ইহার পর বিবেচনা করা হয় এবং এই বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ক) আগামী কয়েক বৎসরে বিভিন্ন প্রকারের বীজের চাহিদা নিরূপণ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করিতে হইবে।

(খ) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা তাহাদের প্রজননবিদের বীজের চাহিদা কমপক্ষে দুই মৌসুম পূর্বে ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এবং কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে (গমের জন্য) জানাইয়া দিবেন। ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট ইতিপূর্বে যে সমস্ত জাতের অনুমোদন লাভ করিয়াছে তাহাদের ফলন শক্তি এবং রোগ আক্রান্ত হইবার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে ঐ বীজের সম্প্রসারণ বন্ধ করার ব্যাপারে বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

(গ) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা জরুরী অবস্থার মোকাবেলার জন্য কমপক্ষে ১০,০০০ মন দেশী জাতের ধান বীজ উৎপাদন বা ক্রয় করিয়া মজুদ রাখিবে। এ বীজের "গজানোর শক্তি" উফশী জাতের বীজের সম পর্যায়ে হইবে।

(ঘ) জরুরী অবস্থার মোকাবেলার জন্য কি কি প্রকারের বীজ সরবরাহ করা যাইতে পারে এবং সেই বিষয়ে একটি উৎপাদন কৌশল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ধান গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট তৈরী করিয়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাইবে।

(ঙ) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা জরুরী অবস্থার মোকাবেলার জন্য ১০,০০০ মন বীজ মজুদ রাখার ব্যাপারে "বীজ নিরাপত্তা তহবিল" গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাদি সম্বলিত একটি প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে পেশ করিবে।

(চ) ধান গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট যে সমস্ত স্থানীয় উন্নত জাতের ধান উৎপাদন কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা সম্ভব, সেই বিষয়ে একটি বিশেষ বিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে পেশ করিবে।

(ছ) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা সরিষা ও চীনা বাদামের বীজ উৎপাদনের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবে।

(জ) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, চীনা বাদাম এবং ডালের সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৪·০৪ চতুর্থ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১৮-৬-৭৫ তারিখে জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

০৪·১ বীজ আইনের খসড়াতে মুখবন্ধ যোগ করা হইবে।

০৪·২ বীজ অনুমোদন সংস্থা ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর মধ্যে কেবল মাত্র ঐ সমস্ত ব্যাপারে উল্লেখ করিতে হইবে যাহা পূর্বে প্রকাশিত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

০৪·৩ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যপদ পূর্বে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হইবে।

০৪·৪ বীজ সংরক্ষণ সকল আইন ও বিধি প্রণয়নের ও প্রকাশনার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। এই ব্যাপারে আইনে একটি ধারা সংযোজন করা হইবে।

০৪·৫ বীজ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করিয়া নূতন ধারা সংযোজন করিতে হইবে :—

(ক) সরকার ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে তাহাদের উৎপাদিত বীজ জনসাধারণের নিকট বিক্রি করিবার পূর্বে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র নিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(খ) কোন সংস্থা বা ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহাদের উৎপাদিত বীজ, বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট তাহাদের বীজ পরীক্ষা করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য আবেদন জানাইতে পারিবেন।

(গ) সরকার ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে যে সমস্ত বীজ প্রত্যয়ন অনুপযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহা জনসাধারণের নিকট বিক্রি করা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন বীজ প্রত্যয়নপত্র প্রদানে উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে বীজ উৎপাদনকারী বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট পুনঃ পরীক্ষার আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।

(ঙ) বীজ আইন অনুসারে স্থাপিত বীজ পরীক্ষাগুলি কেবলমাত্র সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে স্বীকৃত হইবে। খসড়া আইনে জাতীয় বীজ পরীক্ষাগারের স্থলে সরকারী বীজ পরীক্ষাগারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ এক বা একাধিক পরীক্ষাগার স্থাপনের ব্যবস্থা আইনে থাকিবে।

(চ) বীজ অনুমোদন সংস্থার নিজস্ব বিষয় হিসাবে বিনা আলোচনায় "ম্যানুয়েল অব-সীড সার্টিফিকেশনের" খসড়াটি গৃহীত হয়।

(ছ) যে সমস্ত এলাকায় স্বল্প সময়ে ধান পাকার প্রয়োজন সেই সমস্ত এলাকায় ইরাটমের বীজ বিতরণ করা যাইতে পারে। বীজ বিতরণের কাজ কৃষি উন্নয়ন সংস্থাই করিবে।

(জ) "ব্রি-শাইল" জাতের ধানকে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

(ঝ) ইতিপূর্বে চাষের জন্য অনুমোদিত বিভিন্ন জাতের ধান সম্বন্ধে পুনঃ বিবেচনায় বিষয়টি বোর্ডের পরবর্তী সভায় বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়।

(ঞ) চারটি উন্নত জাতের তুলা সম্বন্ধে কৃষি (গবেষণা ও শিক্ষা) পরিদপ্তরের সুপারিশ আলোচনা করার পর নিম্নলিখিত জাতের তুলা নির্দিষ্ট জেলায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দান করা হয়।

(ঞ : ১) ডি-৫-২ এবং ডি-১০ জাতীয় তুলার চাষাবাদ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা।

(ঞ : ২) ডি-১২৪ এবং ডিইএফ-১ জাতীয় তুলা ঢাকা, টাংগাইল ও ময়মনসিংহ জেলা।

৪.০৫ জাতীয় বীজ বোর্ডের পঞ্চম সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১-১২-৭৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের পঞ্চম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল :—

(ক) উফশী ধানের বার্ষিক কর্মশালায় ধানের উপর ভিত্তি করিয়া ইতিপূর্বে যে সমস্ত সুপারিশাবলী পেশ করা হইয়াছে তাহা নিয়া ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট একটি কর্মসূচী তালিকা তৈরী করিবে এবং ঐ সুপারিশাবলীর উপর যে সমস্ত কাজ করা হইয়াছে তাহা জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী মিটিং-এ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃপক্ষ (বিআরআর-আই) তাহা উপস্থাপন করিবেন।

(খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড, কোর (COOR) এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যাহারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করিয়া আসিতেছে তাহাদেরকে আগামী ওয়ার্কসপে আমন্ত্রণ জানানো হইবে যেন উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাইতে পারে।

(গ) বাংলাদেশে উফশী ধান উৎপাদন এলাকার উপর জরীপের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স সম্প্রতি যে জরীপ সম্পন্ন করিয়াছে তাহার প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রতিবেদন পাওয়ার পর জরুরী ভিত্তিতে বোর্ডের সভা ডাকিয়া টাস্কফোর্সের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হইবে এবং বাংলাদেশে উফশী ধান চাষ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হইবে। সভায় প্রতিবেদনের উপর আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথা সময়ে আমন্ত্রণ লিপি বিতরণ করা হইবে।

(ঘ) ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট ও কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বি-আর-৪ জাতের বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ উক্ত জাত চাষীদের নিকট জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(ঙ) আইআর-২০ জাতে ৪.৫% বিযুক্ততা (সেগ্রিগেশন) দেখা যাওয়ায় ধান গবেষণা ইন্‌স্টি-টিউটকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখার অনুরোধ জানানো হয় এবং বোর্ডকে এই ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য বলা হয়।

০৫.২ কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত দুইটি গমের জাত যথা, জুপাটিকো-৭৩ এবং নুরী ৭০কে বোর্ড কর্তৃক সাময়িকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়।

০৫.৩ একটি খসড়া "বীজ আইন" তৈরী করিয়া আইন মন্ত্রণালয়ে তাহা নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে।

৪·৬ ষষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১-৩-৭৬ তারিখে জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল:—

০৬·১ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উৎপাদিত ১৯৭৫-৭৬ সনে ৭৮৫২ মন সরিষার বীজের মধ্যে ১৫০০ মন বিক্রি হয়। বীজের গুণগত মান ভাল না থাকার ফলে এই বিপুল পরিমাণ বীজ অবিক্রিত থাকে। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে সরিষা বীজ উৎপাদন কর্মসূচী বাতিল করা হইবে।

(ক) যে সমস্ত শস্য (Millet) এবং তৈল বীজের জাত পরীক্ষাধীন রহিয়াছে তাহাদের ভবিষ্যতে কার্য ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য বোর্ড কর্তৃক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(খ) বর্তমানে চাষাধীন ভারতীয় সরিষার জাত "অপ্রিসড" (Appressed) বাদ দেওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে মতামত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

০৬·২ আইআর-২০ জাতে বিযুক্ততা (Segregation) এর ব্যাপারে আলোচনা হয়। এই ব্যাপারে পরিচর্যাজনিত মিশ্রণ যাতে না হয় সে ব্যাপারে চাষীদেরকে বীজতলার যত্ন নেওয়া এবং বীজ রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

০৬·৩ পাজমকে উফশী জাত না বলিয়া আধুনিক স্থানীয় উন্নত জাত হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০৬·৪ আধুনিক জাতের ধানের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন :

কোন জাতের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি শর্ত বিবেচনা করা দরকার। শর্তগুলির মধ্যে ফলন, আমিষ সমৃদ্ধি, বিযুক্ততা (Segregation), উৎপত্তির মূল বীজ (Germ-Plasm) সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই জন্য ইতিমধ্যেই সুপারিশকৃত ফলাফল পত্র সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং উক্ত ফলাফল পত্রের কোনরূপ পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করিলে সদস্যগণকে তাহাদের মতামত জানাইতে বলা হয়।

ধান গবেষণার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, এই ব্যাপারে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাথে সহযোগিতা করিবে। নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা হিসাবে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অন্যান্যদের কাজকর্ম দেখাশুনা করিবে।

সম্প্রতি আইআর-২০ জাতের চাষাবাদ কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সদ্য সমাপ্ত ধানের উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা, ১৯৭৪-৭৫ সালে উফশী আমন ধানের উপর গঠিত দুইটি "টাস্কফোর্স" এর মতামত এবং এ সম্পর্কীয় ডঃ হাসানুজ্জামানের নিবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া আই-আর-২০ জাতের চাষাবাদ কমিয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

"ইরাটম" জাতের বীজ বিতরণ সম্পর্কে আলোচনার পর কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে কৃষি সম্প্রসারণ পরিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করিয়া এই জাতের বীজের চাহিদা নিরূপণ করিতে বলা হয়। তবে পরীক্ষামূলক চাষের জন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থা অল্প পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

০৬৫ ১৯৭৫-৭৬ সনের জন্য সোনালিকা জাতের গম বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ কর্মসূচী:

ঝুল রোগ এবং মরিচা রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে সোনালিকা জাতের গমবীজ সংগ্রহ না করার ব্যাপারে সম্প্রতি যে আলোচনা চলিয়াছে তাহার উপর সভায় উক্ত জাত সম্পর্কে সর্বশেষ মতামত ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ করিয়া (CYMMIT) বিশেষজ্ঞ ডঃ এন্ডারসন সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন গম উৎপাদন এলাকা সফর করিয়া যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার উপর আলোচনা হয়। দেখা যায় যে. শুধু মাত্র আমদানীকৃত সোনালিকা বীজ হইতে উৎপাদিত

ফসলে ঝলসা রোগ হইয়া থাকে, অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজের বেলায় এইরূপ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বাংলাদেশে এ রোগের বিকল্প কোন রক্ষক উদ্ভিদ (Host) না থাকায় ভবিষ্যতে এদেশে ঝলসা রোগ না থাকারই কথা। আলোচনার প্রেক্ষিতে কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে বীজ সংগ্রহের জন্য রোগ মুক্ত এলাকা চিহ্নিত করিতে বলা হয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর খামারে জন্মানো সোনালিকা জাতের গম বিতরণের জন্য সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে ডঃ এন্ডারসন এর মতামতের উপর মন্তব্য রাখার জন্য কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে বলা হয়।

"জনক" জাতের গম বীজ আমদানীর ব্যাপারে মত প্রকাশ করা হয় যে, কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জাতের গুনাগুন পরীক্ষা করা দরকার। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পরীক্ষা করিবার জন্য সীমিত পরিমাণ বীজ আমদানী করা যাইতে পারে।

৪.০৭ সপ্তম সভার সিদ্ধান্ত ঃ

১৬-৮-৭৬ তারিখে জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ্ খান, সচিব; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

০৭.১ ছোটদানা জাতীয় শস্য বীজ (Millet) ঃ

বোর্ড কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ছোটদানা জাতীয় শস্য বীজ (Millet) এবং তৈল বীজের উন্নত জাতের গবেষণার অগ্রগতি সম্বন্ধে বোর্ডকে জানানোর অনুরোধ জানান এবং নিম্নে বর্ণিত জাতগুলোর চাষাবাদ চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঃ—

(ক) সরিষা— (১) রাই—৫ এবং (২) টরি—৭

(খ) চিনাবাদাম— (১) ঢাকা নং—১ এবং (২) ঢাকা নং—৪

(গ) তিল— (১) তিল—৬ এবং (২) তিল—৫৮০৭৭

সভায় Appressed Mustard জাতের ফলাফল/গুনাগুন (performance) সন্তোষজনক নয় বলিয়া ইহার ছাড়পত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০৭.২ ১৯৭৪ সনে অনুষ্ঠিত উফশী বীজের বার্ষিক কর্মশালার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক জাতের ধান চাষ যথার্থ সম্প্রসারিত না হওয়ায় উফশী আমন জাতের ধান সম্প্রসারণের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে তাহা বোর্ডকে জানানোর জন্য কৃষি পরিচালক (সঃ ও ব্যঃ) কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ডঃ হাসানুজ্জামানকে আহবায়ক করিয়া নূতন জাতের অনুমোদনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তৈরী করা হইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন জাত অনুমোদনের ব্যাপারে বোর্ডের নিকট আবেদন পেশ করা।

০৭.৩ কলার "রসরাই" জাতের ব্যাপকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া কোন জাতের অনুমোদন পাওয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট বর্তমানে যে ছকপত্রে প্রস্তাব পেশ করা হয় তাহা সংশোধনীর ব্যাপারে খাদ্যশস্য জাতীয় ফসল, আঁশ জাতীয় ফসল এবং সব্জী ও ফল জাতীয় ফসল এ তিনটির জন্য পৃথক পৃথক তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

০৭.৪ ধান ও গমের অন্তবর্তীকালীন স্বাভাবিক "বীজ মান" নির্ধারণের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিকে অন্তবর্তীকালীন ও স্বাভাবিক "বীজ মান" তৈরী করিয়া বোর্ডের নিকট পেশ করার অনুরোধ করা হয়।

০৭.৫ আঁশ জাতীয় শস্যের ছকপত্র উন্নয়নের জন্য যে উপ-কমিটি করা হয় তাহাকে পাট বীজের "বীজ মান" নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

০৭.৬ **বীজ আমদানী প্রসংগ ঃ**

(ক) বিদেশ হইতে কোন বীজ আমদানীর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভাকে জানানো হয় যে কৃষি পরিচালক (গঃ ও শিঃ) এর অনুমতি ব্যতীত কোন বীজ আমদানী না করিবার জন্য ইতিমধ্যেই আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করা হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এদেশে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য নূতন জাতের বীজ কৃষি পরিচালক (গঃ ও শিঃ) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা কাজের জন্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে গবেষণার জন্য আমদানীকৃত বীজগুলোকে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কাহাকেও চাষাবাদ করিতে দেওয়া হইবে না।

(খ) সভায় আইআর-৮ এবং আইআর-২০ বীজ বর্ধন এখন থেকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিআর-৩ এবং বি-আর-৪ বীজ উৎপাদন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়।

(গ) **স্থানীয় জাতের ধান এবং শাক সব্জীর পরীক্ষা করা ঃ**

সভায় ধান ও শাক-সব্জী জাতীয় স্থানীয় জাতের পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থানীয় জাতের ধান চাষাবাদের উপর সম্প্রসারণ কর্মীদের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিবে। এইজন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থা দেশের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় জাতের বীজ উৎপাদন করিবে। আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত "ইরাটম" জাতের ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ায় তাহা কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বীজ বর্ধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং স্থানীয় জাতের শাক সব্জী ও ফল জাতীয় শস্য বীজ উৎপাদনের কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ করিয়া উহার বীজ উৎপাদনের জন্য একটি কর্মসূচী তৈরী করিবে।

৪.০৮ **অষ্টম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ**

৮-১২-৭৬ তারিখে জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্যসূচী এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

০৮.১ **১৬-৮-৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঃ**

(ক) ১৯৭৪ সনে অনুষ্ঠিত কর্মশালা এবং ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সনে "টাস্কফোর্স" এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উফশী আমন ধানের চাষাবাদ শুরু করা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা এক মাসের মধ্যে বোর্ডকে জানানোর জন্য কৃষি পরিচালক (সঃ ও ব্যঃ)কে অনুরোধ জানানো হয়।

(খ) ছোট দানা জাতীয় শস্য (Millet) ও তৈলবীজ সম্বন্ধে নির্ধারিত ছকে বিস্তারিত প্রতিবেদন বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করিবার জন্য পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে অনুরোধ জানানো হয়।

(গ) **ছকপত্র তৈয়ারীর জন্য উপ-কমিটি ঃ** পূর্ববর্তী সভায় বিভিন্ন জাতের অনুমোদনের জন্য আবেদনের ছকপত্রের খসড়া দাখিলের নিমিত্তে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ডঃ হাসানুজ্জামান একটি ছকপত্র সভায় পেশ করেন। ডঃ কাজী আকতার আহমেদ আঁশ জাতীয় ফসলের জন্য একটি ছকপত্র পেশ করেন। অন্য কমিটি কোন ছকপত্র দাখিল করেন নাই। বিস্তারিত আলোচনার পর সামান্য পরিবর্তন করিয়া ডঃ জামান কর্তৃক দাখিলকৃত ছকপত্র সমস্ত শস্যের জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০৮·২ ধান, গম ও পাটের অন্তবর্তীকালীন "বীজ মান" নির্ধারণ ঃ

ধান, গম ও পাটের অন্তর্বর্তীকালীন "বীজ মান" নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি উল্লেখিত শস্য বীজের জন্য "বীজ মান" নির্ধারণ করিয়া সভায় পেশ করেন।

(ক) প্রত্যায়িত ধান বীজের জন্য ৮৮% বিশুদ্ধতা অনুমোদন করা হয়। এবং প্রত্যায়িত গম বীজের জন্য বিশুদ্ধতা ৯০% নির্ধারণ করা হয় (পরিশিষ্ট ১ ও ২)।

(খ) পাট বীজের অন্তর্বর্তীকালীন "বীজ মান" নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি যে "বীজ মান" পেশ করেন তাহাতে বীজ মানের হার অত্যধিক থাকার ফলে উপ-কমিটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য উহা ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক সাহেবকে উক্ত উপ-কমিটির একজন সদস্য নিয়োগ করা হয় এবং প্রয়োজন বোধে আরও অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা উপ-কমিটিকে দেওয়া হয়।

(গ) সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উদ্ভাবক নিজেই জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রজননবিদের বীজ প্রত্যায়ন করিবেন। উদ্ভাবক কর্তৃক বীজ প্রত্যায়নের পদ্ধতি বোর্ডের আগামী সভায় পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

০৮·৪ আলু বীজের অন্তবর্তীকালীন "বীজ মান" নির্ধারণ ঃ

কৃষি উন্নয়ন সংস্থা আলু বীজের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন "বীজ মান" নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দেওয়ার ফলে নিম্ন বর্ণিত সদস্যবর্গকে লইয়া আলু বীজের অন্তর্বর্তীকালীন বীজ মান নির্ধারণের জন্য উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

(ক) পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা—	আহবায়ক
(খ) উদ্যান তত্ত্ববিদ, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট—	সদস্য
(গ) মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা—	সদস্য

গঠিত উপ-কমিটিকে আলু বীজের অন্তবর্তীকালীন "বীজ মান" এবং "মাঠ মান" নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আগামী সভায় তাহা পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৮·৪ পাট বীজ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

পরিচালক, পাট বীজ বিভাগ বিজেআরআই এর অনুরোধক্রমে নির্ধারিত মানের পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদনকারী চাষীগণকে পাট বীজের আরও আকর্ষণীয় মূল্য প্রদানের সুপারিশ অনুমোদন করে।

০৮·৫ STRINGBEAN অনুমোদন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের বিবেচনার জন্য কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট সভায় "স্ট্রিংবীন" এর বিস্তারিত তথ্যাবলী বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন এবং বোর্ড স্ট্রিংবীন নামে অনুমোদন করা হয়।

বিবিধ ঃ

(ক) ইতিপূর্বে বৎসরে তিনবার যথাক্রমে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১লা আগষ্ট ও ১লা ডিসেম্বর জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এখন হইতে তিন বারের পরিবর্তে বৎসরে দুইবার যথাক্রমে জানুয়ারীর ১লা সপ্তাহে এবং জুলাই এর ১লা সপ্তাহে বোর্ডের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রয়োজন বোধে কোন জরুরী বিষয়ে "বিশেষ সভা" আহবান করা যাইতে পারে। পরবর্তী সভা ১৯৭৭ জুলাই এর ১ম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(খ) ডঃ এ, বাতেন খান "এটম পাট—৮" বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ইহার বিবরণ দাখিল করিলে বোর্ড জানান যে, প্রথমে এইগুলি সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং পরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

(গ) জনাব এম, আর, তালুকদার আধুনিক, উফশী, স্থানীয় উন্নত জাত, এবং স্থানীয় এবং খাট প্রভৃতি জাতের নামের অনিয়মের কথা উল্লেখ করেন এবং এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চান। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উফশী, আধুনিক এবং খাটো জাতের পরিবর্তে উন্নত আধুনিক জাত (আই ভি-এম) এবং উন্নত প্রচলিত জাতের (আই ভি-সি) হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এইগুলি জানানো হইবে।

৪·০৯ নবম সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

৬-৭-৭৭ তারিখে জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের নবম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল :

০৯·১ ৮-১২-৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্য্য বিবরণী গৃহীত হয়।

০৯·২ ভিত্তি বীজের গুণগত মান বজায় রাখিবার জন্য প্রজননবিদের বীজের মান নির্ধারণ :

ধান, পাট, আলু, চিনাবাদাম, তৈলবীজ এবং ডাল জাতীয় বীজের প্রজননবিদের বীজের মান নির্ধারণের জন্য কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বীজ অনুমোদন সংস্থাকে লইয়া গঠিত কারীগরি কমিটি প্রয়োজনীয় আলোচনা করিবে এবং
ক উল্লেখিত ফসলের প্রজননবিদের "বীজ মান" নির্ধারণ করিয়া আগামী সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবে।

০৯·৩ গুড় তৈরী এবং চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আঁখ জাতের অনুমোদন :

গুড় তৈরী এবং চিবিনয় খাওয়া আঁখ জাতের উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে উপযুক্ত জাত বাহির করিবার জন্য বলা হয়। প্রয়োজন বোধে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় জাত নির্বাচন করিয়া বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট ছকপত্রের মাধ্যমে উক্ত জাতের অনুমোদনের জন্য আবেদন করিবে।

০৯·৪ আগাম এবং বন্যা কবলমুক্ত স্থানীয় জাতের ধান বীজ নির্বাচন :

বন্যা কবলিত এলাকায় চাষাবাদের জন্য ধানের জাত নির্বাচন করিতে পরিচালক, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়। কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এই ধানের যে সমস্ত জাতের বীজ বিতরণ করিবে সেই সমস্ত জাত চাষাবাদের জন্য উপযোগী এলাকাও নির্ধারণ করিবে।

০৯·৫ বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ ম্যানুয়েল :

ধান, গম, পাট, আলু, চিনাবাদাম, ডাল এবং তৈল বীজ জাতীয় বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা সহজ সরল ভাষায় ম্যানুয়েল বা নির্দেশিকা তৈরী করিবে।

০৯·৬ সরকারী খামারে বীজের প্রয়োজন, উৎপাদন এবং আমদানী :

পরিচালক (পাট বীজ), বিজেআরআই এবং মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা পূর্ববর্তী ৫ বৎসর এবং পরবর্তী ৫ বৎসর এইভাবে দশ বৎসরের জন্য জাত সহ মোট বীজ প্রয়োজন, সরকারী খামারগুলিতে মোট বীজের উৎপাদন এবং আমদানীর পরিমাণ উল্লেখ করিয়া একটি আলোচ্য বিবরণী তৈরী করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিবে। উক্ত আলোচ্য বিবরণীতে আগামী ৫ বৎসরের জন্য জাত অনুযায়ী বীজের চাহিদা এবং যে পরিমাণের বীজ আমদানী করিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং বোর্ডের আগামী সভায় তাহা বিবেচিত হইবে।

০৯·৭ **সিভিএল—১ (CVL—1) এবং সিভিই—৩ (CVL—3) পাট জাতের অনুমোদন ঃ**

সভায় আলোচনার পর সিভিএল—১ (সবুজ পাট) এবং সিভিই-৩ (আশু পাট) সাময়িক-ভাবে অনুমোদন লাভ করে।

(খ) **এস-২ (জলী কেনাফ) এবং এস-২৪ (টানিমেস্তা) ঃ**

পরিচালক, পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর অনুরোধক্রমে কেনাফ এবং মেস্তার একটি করিয়া জাতের নামকরণের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়—এবং নামকরণ দুইটি হয় যথাক্রমে ১। জলী কেনাফ—১ এবং ২। টানিমেস্তা—১।

০৯·৮ **বন্যা কবলিত এলাকার জন্য রোপা আমন ধানের বীজ সংরক্ষণ ঃ**

বন্যা কবলিত এলাকার জন্য ৫,০০০ হাজার মন স্থানীয় জাতের আমন ধানের বীজ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক মজুদ রাখিবার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত বীজ কোন কারণে বিক্রয় না হইলে পরে তাহা অবীজ হিসাবে বিক্রয় হইবে।

৪·১০ **দশম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ**

২১-৩-৭৮ তারিখে জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

১০·১ **পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর আলোচনার পরে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ধান, গম ও পাট বীজের প্রজননবিদের বীজের "বীজ মান" অনুমোদন করা হয় (পরিশিষ্ট-৩)।

ডাল, বাদাম এবং অন্যান্য তৈল জাতীয় শস্যের বিস্তারিত বিবরণী কারিগরি কমিটির বিবেচনার জন্য কমিটির নিকট পেশ করিতে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

(খ) ৬-৭-৭৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিবিয়ে খাওয়ার উপযুক্ত আখ জাত উদ্ভাবনের জন্য ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডের নবম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয় নং ৪ স্থানীয় জাতের বন্যা এড়াইবার যোগ্য আগামজাত উদ্ভাবন করিবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

(ঘ) মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত গত ৫ বৎসরের বীজ বিতরণ এবং আগামী ৫ বৎসরের বীজ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কীয় প্রতিবেদনটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পেশ করিবার পূর্বে কারীগরি কমিটি কর্তৃক বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে বর্তমান বৎসরের জন্য গৃহীত কর্মসূচী চলাইয়া যাইতে বলা হয়। গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ বৎসরের উৎপাদনকৃত বীজের পরিমাণ এবং আগামী ৫ বৎসরের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য পরিচালক, পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০·২ সভায় বিদেশ হইতে বীজ আমদানীর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আণবিক শক্তি কমিশন প্রভৃতি সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমতি ব্যতীত বিদেশ হইতে কোন নূতন জাত আমদানী না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য গবেষণার জন্য কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট/কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অল্প পরিমাণ বীজ প্লান্ট কোয়ারেনটাইন বা শস্য নিরোধনের নিয়মাবলী যথাযথ পালন করিয়া আমদানী করা যাইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থাও এই নিয়ম পালন করিয়া বীজ আমদানী করিতে পারিবে।

১০·৩ জাতওয়ারী বীজ আমদানীর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন :

বিভিন্ন শস্যের জাতওয়ারী বীজ আমদানীর পরিমাণ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে। আমদানীকারী সংস্থা বীজের জাত, পরিমাণ এবং যে দেশ হইতে বীজ আমদানী করিবে তাহার নামসহ আমদানীর পূর্বেই কারীগরি কমিটির নিকট বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদন পেশ করিবে। কারীগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা তাহাদের নিকট হইতে আবেদন পত্রটি গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় বীজ বোর্ডে বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

১০·৪ গ্রেড-২ পাট বীজের বীজ মান :

গ্রেড—২ পাট বীজের "বীজ মান" সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেহেতু প্রত্যায়িত বীজ হইতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের নিয়ম নাই তাই গ্রেড—২ বীজকে অপ্রত্যায়িত বীজ হিসাবে গণ্য করা হইবে। গ্রেড—২ বীজের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা এবং বিশুদ্ধতা প্রত্যায়িত বীজের মতই হইবে তবে জাতের বিশুদ্ধতা প্রত্যায়িত বীজের চেয়ে সামান্য নিম্নমানের হইতে পারে। প্রত্যায়িত বীজের ন্যায় গ্রেড—২ বীজের ন্যূনতম অংকুরোদগম ৮০% এবং জড় পদার্থ ৩% এর বেশী হইবে না। বীজ অনুমোদন সংস্থা অংকুরোদগম এবং বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

১০·৫ তালিকাভুক্ত চাষীদের নিকট হইতে পাট বীজ ক্রয়ের অসুবিধা :

তালিকাভুক্ত চাষীদের নিকট হইতে বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার জন্য পাট গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট চাষীদেরকে আকর্ষণীয় মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারে।

১০·৬ বিএস-৯৬ জাতের আঁখের জন্য ইক্ষু গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট কর্তৃক পেশকৃত বিবরণ সভায় বিবেচনা করা হয় এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১০·৭ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রসংগে :

বৎসরে তিনবার যথাক্রমে মার্চ, আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় "বিশেষ সভা" ডাকা যাইতে পারে।

১০·৮ দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন গবেষণা সংস্থা পূর্বে উদ্ভাবিত জাতের নামের সাথে সামঞ্জস্য না রাখিয়া তাহাদের উদ্ভাবিত জাতের নামকরণ করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ক্রমিক নং ১ হইতে শুরু করিয়া সহজভাবে জাতের নামকরণ করিতে হইবে যাহা ধান গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট অথবা চা গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট করিয়া থাকে।

১০·৯ ইক্ষু গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিনিধির পরামর্শক্রমে ইক্ষু গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে একজন এবং পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর পরামর্শক্রমে উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড হইতে একজন লইয়া আরো দুইজন সদস্য জাতীয় বীজ বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০·১০ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা সব্জী ও অন্যান্য যে সমস্ত বীজ আমদানী করিয়া থাকে সেইগুলির ফলাফল মূল্যায়নের জন্য সভার সভাপতি পরামর্শ দেন। মূল্যায়নকৃত জাতের মধ্যে যেগুলির ফলাফল নিম্নমানের হইবে সেই জাতের বিষয়ে আমদানীকারক সংস্থা কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডকে অবহিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪·১১ একাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১০-৮-৭৮ তারিখে জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

১১.১ ২১-৩-৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর আলোচনা এবং তাহার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ঃ

(ক) কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রজননবিদের বীজের (Breeder's Seed) কারীগরি তথ্যাবলী এবং ডাল ও তৈল জাতীয় শস্যের "বীজ মান" কারীগরি কমিটির নিকট দাখিল করা হয়। ইহা কারীগরি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুমোদনের জন্য বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) ধানের বন্যা এড়ানোর জাত (Flood escaping variety) সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্বল্প সময়ে পাকে এবং উচ্চ ফলনশীল গুণসম্পন্ন জাত বাহির করিবে। আণবিক শক্তি কমিশনের ডঃ এ, বাতেন ধান ইরাটম-৩৮ এবং ইরাটম-২৪ জাতের মাঠে কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানিতে চাইলে জনাব ডি, ইউ, খান ইরাটম-৩৮ জাতে অসন্তোষ-জনক কার্যকারিতা (Unsatisfactory Performance) কথা উল্লেখ করেন। পরে ইরাটম-৩৮ এর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আণবিক শক্তি কমিশনের সহিত যোগাযোগ করিতে বলা হয়।

(গ) পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক ৫০,০০০ হাজার মন পাট বীজ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত সংস্থা উল্লেখিত পরিমাণ বীজ উৎপাদন এবং বিতরণে সক্ষম হইলে বোর্ডের কোন আপত্তি থাকিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত নেন।

১১.২ সব্জী বীজের প্রয়োজনীয়তা এবং ফরমাশ (Indent) এর উপর আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা/উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের ফরমাশ (Indent) মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত হইবে। তাছাড়া ফরমাশ পত্রের এক কপি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পাঠাইতে বলা হয়।

১১.৩ সব্জী এবং অন্যান্য বীজের ব্যক্তিগত আমদানীকারকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একমাত্র অনুমোদিত জাতই তাহারা আমদানী করিতে পারিবেন। এইজন্য অনুমোদিত জাতের একটি তালিকা গেজেট নোটিফেকেশন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আমদানী রপ্তানীর নিয়ন্ত্রককে অবহিত করা হইবে যেন তালিকা বহির্ভূত কোন বীজ কোন আমদানীকারক আমদানী করিতে না পারে। কোন বীজ আমদানীর ব্যাপারে আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যক্তিকে বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালকের বরাবরে আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১১.৪ আশা (বি, আর-৮) এবং সুফলা (বি, আর-৯) জাতের ধানের পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করা হয় এবং জাত দুইটি চাষী পর্যায়ে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

১১.৫ প্রত্যায়িত বীজের বস্তায় প্রত্যায়নপত্র সংযোজনের বিষয়টি নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়। কৃষি উন্নয়ন সংস্থা/বিজেআরআই এর সাথে আলোচনা করিয়া বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন। প্রত্যায়নপত্র সংযোজন পুরাপুরি চালু না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

১১.৬ পাট বীজ প্রত্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শুধুমাত্র পাটই নয় অন্যান্য বীজও বীজ অনুমোদন সংস্থা যথাসময়ে প্রত্যায়নের ব্যবস্থা করিবে। কৃষি উন্নয়ন সংস্থা/পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর বীজ উৎপাদনের এলাকার উপর ভিত্তি করিয়া বীজ অনুমোদন সংস্থার বর্তমান বহিরাংগন কর্মকর্তাদের কর্মস্থল নির্বাচন করিতে হইবে। এইজন্য অতিরিক্ত তহবিলের দরকার হইলে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব পাঠাবেন।

১১.৭ "বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭" অনুযায়ী ১৫ জন সদস্য লইয়া জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে। ফসল নিরোধ শাখার (Plant Quarantint Division) পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য শস্য সংরক্ষণ বিভাগের যুগ্ম-পরিচালককে বোর্ডের একজন সদস্য নিয়োগ করা যাইতে পারে। বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৫ জনে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং কৃষি উন্নয়ন সংস্থা হইতে ৩ জনের পরিবর্তে দুইজন সদস্য রাখা যাইতে পারে।

৪·১২ দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

১৯-১২-৭৮ তারিখে ডঃ আমিরুল ইসলাম, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল :

১২·১ ১০-৮-৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা হয় এবং উহার অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হয়।

(ক) কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত ডাল ও তৈল বীজ জাতীয় শস্যের "বীজ মান" নির্ধারণ সম্পর্কে কারীগরি কমিটি পুনরায় আলোচনায় বসিবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় এই বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(খ) ধানের বন্যা এড়ানো (Flood escaping variety) জাত উদ্ভাবন করিয়া বোর্ডের পরবর্তী সভায় আলোচ্য বিবরণী পেশ করিবার জন্য ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটকে পুনরায় অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(গ) আণবিক শক্তি কমিশনের ডঃ এ, বি, খান ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ ধানের মূল্যায়ন রিপোর্ট কৃষি উন্নয়ন সংস্থার নিকট হইতে জানিতে চাহিলে পরবর্তী সভায় এই বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করিতে কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে পুনরায় অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ঘ) উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সব্জী বীজ আমদানী করিবার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালককে বিভিন্ন জাতের সব্জী বীজ আমদানীর ব্যাপারে অবগত করানোর কথা ছিল। কিন্তু এই বৎসর উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর অজান্তেই সব্জী বীজ আমদানী করিয়াছেন। কি পরিস্থিতিতে উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড এ বৎসর সব্জী আমদানী এ ধরণের ব্যবস্থা নিয়াছেন সেই ব্যাপারে বোর্ডকে জানানোর জন্য উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালককে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১২·২ বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ধান চাষের উপযোগিতা নিরূপণ :

ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক পেশকৃত বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ধান চাষাবাদের উপযোগিতা সম্পর্কীয় আলোচ্য বিবরণীর উপর আলোচনা করা হয় এবং দেখা যায় যে, ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল জাতের ধানই বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী কিন্তু কৃষি পরিচালক (সঃ ও ব্যঃ) এর পক্ষ হইতে সহযোগিতার অভাবে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা সকল জাতের বীজ উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ফলে এই বৎসর প্রচুর পরিমাণ বীজ অবিক্রিত রহিয়া গিয়াছে।

১২·৩ নূতন জাতের পাট এবং তৈল জাতীয় বীজের অনুমোদন :

(ক) পাটের নূতন জাত : আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক দুইটি এবং পাট গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি পাটের জাত সম্পর্কে সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং দেখা যায় যে, নূতন জাতের অনুমোদনের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক যে ছকপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে পূরণ করা হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের ডঃ মতলেবুর রহমান, সদস্য পরিচালক, আণবিক শক্তি কমিশনের ডঃ এ, কিউ, শেখ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং পাট গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের জনাব এম, মাহতাব উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এই তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিকে সুপারিশসহ বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়া বোর্ডের পরবর্তী সভায় এই ব্যাপারে মতামত পেশ করিতে বলা হয়। পাট গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতে অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে তাহাও গঠিত কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) **তৈল জাতীয় বীজের নূতন জাত ঃ** নূতন জাতের তৈল বীজের অনুমোদনের জন্য কৃষি গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের উপর আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বীজ অনুমোদন সংস্থা বেদন পত্র যাচাই করিয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তী সভায় পেশ করিবে।

১২.৪ প্লান্ট কোয়ারেনটাইন বা সংগ নিরোধ প্রযুক্তি এর প্রয়োগ ঃ

প্লান্ট কোয়ারেনটাইন এর প্রচলিত বিধির ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, কোন নূতন ফসলের জাত আমদানীর বেলায়ও উক্ত বিধি প্রযোজ্য হইবে। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এমনকি প্যাকিং অবস্থায় উদ্ভিদজাত কোন কিছু আমদানীর বেলায়ও প্লান্ট কোয়ারেনটাইনের বিধিসমূহ বলবৎ থাকিবে।

১২.৫ "বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭" বীজ আইনের প্রয়োগ ঃ

বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭ এর প্রয়োগের জন্য পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক দাখিল-কৃত খসড়া "বীজ বিধি" (Seed Rules) এর উপর আলোচনার পর ইহা অনুমোদন করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তির জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট ইতিমধ্যেই বিতরণকৃত খসড়া "বীজ বিধির" উপর সদস্যদের কাছ হইতে মতামত চাওয়া হয় এবং মতামত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। কোনরূপ মতামত না আসলে উক্ত খসড়া "বীজ বিধি" (Seed Rules) অনুমোদিত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইবে এবং বিজ্ঞপ্তির জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইবে।

৪.১৩ ত্রয়োদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

২৫-৫-১৯৭৯ তারিখে জনাব ডি, ইউ, খান, সদস্য-পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এর সভাপতিত্বে বীজ বোর্ডের ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১৩.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

১৩.২ খসড়া "বীজ বিধি" (SEED RULES) অনুমোদন ঃ

১৯-১২-৭৮ তারিখে খসড়া "বীজ বিধির" উপর মতামত পেশ করিবার জন্য বোর্ডের সদস্যদের যে সময় দেওয়া হইয়াছিল, নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কোন সদস্যই ইহার উপর কোন মন্তব্য রাখেন নাই। অবশ্য নির্ধারিত সময়ের পরে মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা "বীজ বিধির" নূতন খসড়া তৈরী করিবার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবক্রমে কৃষি পরিচালক (সঃ ও ব্যঃ) মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু এদেশের জন্য ইহা একটি নূতন পদক্ষেপ, সুতরাং একটি উপ-কমিটি গঠন করিয়া ইহা আরও পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিবার জন্য কমিটিকে সময় নির্দিষ্ট করিয়া বোর্ডের অনুমোদন এর জন্য পেশ করিবার অনুরোধ করা যাইতে পারে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালককে আহবায়ক করিয়া পাট বীজ বিভাগের পরিচালক, বিজেআরআই, গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান এবং মহা ব্যবস্থাপক (সজেরমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এই তিনজনকে সদস্য করিয়া উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং ২৫শে জুন/৭৯ এর মধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট উক্ত রিপোর্ট পেশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইভাবে বীজ বিধি চূড়ান্ত করিবার পর জুলাই/৭৯ মাসের যে কোন সময় বোর্ডের "বিশেষ সভায়" তাহা পেশ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৩·৩ পাট এবং তৈল জাতীয় ফসলের নূতন জাতের অনুমোদন :

পাট : বোর্ডের ১২তম সভায় গঠিত উপ-কমিটি আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত এটম পাট—৮ ও এটম পাট—৩৮ এবং পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সি সি—৪৫ জাত অনুমোদনের সুপারিশ করেন। কৃষি পরিচালক (সঃ ও বাঃ), মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এবং পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা একমত পোষণ করেন যে, কোন জাতের অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে চাষীদের নিকট হইতে ইহার গ্রহণ যোগ্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। ইহার প্রেক্ষিতে তাহারা চাষীদের জমিতে জাতগুলির কার্যকারীতা (Performance) মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব দেন।

আলোচনার পর এটম পাট—৩৮ এবং সি সি—৪৫ এর সাময়িক অনুমোদন দেওয়া হয় এবং মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুকূল মূল্যায়ন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কৃষি পরিচালক, (সঃ ও বাঃ) পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এবং জাত উদ্ভাবনে আগ্রহী সংস্থার একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে উপ-কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাত উদ্ভাবনে আগ্রহী সংস্থা নিজস্ব খরচে চাষীর জমিতে কোন Stand Variety'র পাশে প্রস্তাবিত জাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবে এবং উহা মূল্যায়নের জন্য অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে মূল্যায়ন কমিটিকে অবহিত করিবেন। মূল্যায়ন এর পর কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করিবে।

তৈল জাতীয় বীজ : সভায় জানানো হয় যে, পাট বীজের মত কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত তৈল জাতীয় বীজের জাত যেমন, সোনালী (এস এস—৭৫), কল্যানী (টি এস—৭২) এবং ঢাকা গ্রাউন্ড নাট—২/BAG জাতের বাদামের বেলায় ও কারীগরি কমিটি দ্বারা মাঠে মূল্যায়ন করা হয় নাই।

এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এই জাতগুলির সাময়িকভাবে অনুমোদন দেওয়া যাইবে না। পাটের জন্য গঠিত মূল্যায়ন কমিটি তৈল এবং চিনাবাদাম জাতেরও মূল্যায়ন করিবে।

১৩·৪ ডাল ও তৈল জাতীয় বীজের "বীজ মান" নির্ধারণ :

কারীগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চিনাবাদাম ও সরিষার "বীজ মান" পরীক্ষা করিবার পর অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত "বীজ মান" পরিশিষ্ট—৩ এ পেশ করা হইল।

১৩·৫ বন্যা এড়ানোর (FLOOD ESCAPING) জাত উদ্ভাবন :

দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধান গবেষণা ইনস্টিউটকে (Flood escaping) জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রতিবেদন পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব না পাঠানোর প্রেক্ষিতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে এই ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৩·৬ ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের কার্যকারীতা (PERFORMANCE) :

দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের গুণ সম্পর্কে আলোচ্য বিবরণী পেশ করিবার জন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষি উন্নয়ন সংস্থা তাহা পেশ করেননি। ফলে, আলোচ্য বিবরণী দাখিল করার জন্য পুনরায় কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়।

১৩·৭ সব্জী বীজ আমদানী :

দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান বৎসরের সব্জী বীজ আমদানীর উপর একটি প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। উক্ত সংস্থা জানায় যে, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এবং উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীজ আমদানীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেইভাবে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা উক্ত বীজ আমদানী করিয়া সব্জী বীজ আমদানীর বিষয়ে পরবর্তী সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব্জী বীজ আমদানীর ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৩·৮ বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ধান চাষাবাদের উপযোগিতা :

ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের ধান সারা বাংলাদেশে চাষাবাদের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত উক্ত জাতসমূহের বেশীর ভাগ বীজই অবিক্রিত থাকিয়া যায়। বীজ অবিক্রিত থাকিবার অন্যতম কারণ এই যে, কৃষি উন্নয়ন সংস্থার বীজ চাষীদের জমিতে সন্তোষজনক ফলাফল দেখাইতে ব্যর্থ হইয়াছে।

১৩·৯ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠাকুরগাঁও সেচ প্রকল্পধীন গম বীজ উৎপাদনে বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিদর্শন কর্মসূচী অনুমোদন :

ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পধীন এলাকায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গম বীজ উৎপাদনে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—

(ক) বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যায়নের বিষয়টি "বীজ বিধি'' অনুমোদনের পর বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(খ) "বীজ বিধি'' সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া পর্যন্ত বীজ অনুমোদন সংস্থা কোন ব্যক্তিগত পর্যায়ের বীজ প্রত্যায়ন কর্মসূচীর সাথে জড়িত হইবে না।

৪·১৪ বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত :

২২-৯-৭৯ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের "বিশেষ সভা'' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল :

১৪·১ ২৫-৫-৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম সভার কার্য বিবরণী গ্রহণ এবং অনুমোদন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪·২ বাংলাদেশ "বীজ বিধি'' ৭৯ খসড়া অনুমোদন :

নূতন জাত উদ্ভাবনে গবেষণা সংস্থাসমূহের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে বীজ বর্ধন, সরবরাহ এবং চাষীদের নিকট ভাল বীজ সময়মত সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। প্রজননবিদের বীজ এবং ভিত্তি বীজ, বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রত্যায়ন করিবে কি না এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ধান, গম এবং পাটের "বীজ মান'' অনুমোদন করা হয়।

(খ) বাংলাদেশ বীজ বিধির ৯ নং পৃষ্ঠার ১ম এবং ২য় অনুচ্ছেদের সামান্য সংশোধন করিয়া Tested এর পরিবর্তে প্রত্যায়িত (Certified) লিখিয়া ১৯৭৯ সনের বীজ বিধি অনুমোদন করা হয়।

(গ) গবেষণা সংস্থা প্রজননবিদের বীজ প্রত্যায়ন করিবে তবে প্রয়োজনবোধে বীজ অনুমোদন সংস্থা তাহা প্রত্যায়ন করিতে পারিবে।

(ঘ) বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রত্যায়িত বীজ প্রত্যায়ন করিবে এবং সংস্থার লেবেল/ট্যাগ সংযোজন করিবে। প্রত্যায়ন সংস্থা সময়মত বীজ প্রত্যায়নে অপারগ হইলে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা তাহাদের নিজেদের লেবেল/ট্যাগ দিয়া বীজ সরবরাহ করিবেন।

১৪·৩ জাত অনুমোদনের পূর্বে উহার গুণাগুণ (PERFORMANCE) পরীক্ষাকরণ :

কোন জাতের অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে চাষীদের জমিতে চাষাবাদ করিয়া উহার গুণাগুণ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি না এই ব্যাপারে আলোচনা হয়। গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু কোন জাত উদ্ভাবনের পূর্বে বিভিন্ন কৃষি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উদ্ভাবন করা হয় সেইহেতু চাষীদের জমিতে আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। তবে বিভিন্ন এলাকায় যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় তখন বীজ উৎপাদনে এবং সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত জাতের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য নিয়ে বীজ অনুমোদন সংস্থা একটি কমিটি গঠন করিবে। ফসল কর্তনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে গবেষণা সংস্থা বীজ অনুমোদন সংস্থাকে পরীক্ষাধীন জমি সম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং বীজ কমিটির সদস্যগণকে উক্ত জমিতে পরিদর্শনের তারিখ জানাইবে।

১৪·৪ নূতন জাতের অনুমোদন :

কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সোনালী (এস এস—৭৫), কল্যানী (টি এস—৭২) জাতের সরিষা এবং ঢাকা-গ্রাউন্ডনাট—২/BAG জাতের চিনাবাদাম এবং বলাকা, দোয়েল ও প্যাভন জাতের গম এর ছাড়পত্রের জন্য যে আবেদন পেশ করিয়াছেন তাহার উপর আলোচনা করা হয় এবং উল্লেখিত জাতগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু পরিদর্শনকারী দল কর্তৃক পরীক্ষামূলক ফসলের উপর প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪·৫ ধানের উফশী আগাম (QUICK MATURING) জাত উদ্ভাবন :

ধানের উফশী আগাম জাত উদ্ভাবনের ব্যাপারে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর এই ধরণের কোন জাত নেই।

১৪·৬ ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের ফলাফল (PERFORMANCE):

ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ এর ফলাফল দাখিলের জন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এই ধরণের কোন প্রতিবেদন পেশ করেন নাই। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা উক্ত ফসলের ফলাফলের প্রতিবেদন সদস্য সচিবের নিকট পেশ করিবেন এবং ইহা বোর্ডের আগামী সভায় উপস্থাপন করা হইবে।

১৪·৭ নূতন জাতের অনুমোদন প্রদানের ব্যাপারে বিবেচনার জন্য কারিগরি কমিটি :

যেহেতু বৎসরে মাত্র দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সেইহেতু অনেক সময় জরুরী ভিত্তিতে নূতন জাতের অনুমোদন প্রদানে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উক্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া কোন নূতন জাত যাহাতে সহজে অনুমোদন দেওয়া যায় সেই জন্য একটি কারীগরি কমিটি গঠন করা হয়। যাহা জাতের অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবে।

সভায় পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা জানান যে শস্য বীজ (Cereal Seed) প্রকল্পধীন শুধুমাত্র ধান এবং গমের বীজ প্রত্যায়নের জন্য এ সংস্থা গঠন করা হয় কিন্তু বর্তমানে সংস্থাকে পাট বীজ প্রত্যায়নের জন্য বিপুল এলাকা লইয়া কাজ করিতে হয়। এর প্রেক্ষিতে পরিচালক, বীজ

অনুমোদন সংস্থা, পাট বীজ প্রত্যায়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব দেন। আলোচনার পর নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে লইয়া নূতন জাতের অনুমোদন দানের সুপারিশ করার জন্য কারীগরি কমিটি গঠন করা হয়।

(ক) ডঃ কে, এম, বদরুদ্দোজা, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষি গবেষণা পরিষদ— চেয়ারম্যান

(খ) কৃষি পরিচালক, (সঃ ও ব্যঃ)— সদস্য

(গ) পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট ,,

(ঘ) পরিচালক, ধান গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট— ,,

(ঙ) মহা ব্যবস্থাপক (সরেজমিন), কৃষি উন্নয়ন সংস্থা— ,,

(চ) পরিচালক, পাট বীজ বিভাগ, বিজেআরআই— ,,

(ছ) প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা— সদস্য-সচিব

তাছাড়া বীজ অনুমোদন সংস্থার পাট বীজ প্রত্যায়নের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রকল্প দাখিল করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪.১৫ চতুর্দশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

৩০-৩-৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৪তম সভা এ, জেড, এম, ওবায়দুল্লাহ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য সূচীসহ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১৫.১ ২২-৯-৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

১৫.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারীগরি কমিটির সুপারিশাবলীর অনুমোদন লাভ :

ইতিপূর্বে গঠিত কারীগরি কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন ফসলের ৫টি জাত সাময়িক ভিত্তিতে অনুমোদন প্রদান করা হয়, যাহা বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন।

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, কারীগরি কমিটি বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক "হাইপ্রোছোলা" (ছোলা) এবং প্রধান অনুসন্ধানকারী, সরিষা প্রজনন প্রকল্প (Brassica Breeding Project), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত সম্পদ (Mustard) এই দুইটি জাত অল্প পরিমাণ Small Scale cultivation) চাষী পর্যায়ে এবং খামারে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করেন। যাহা ব্যাপক ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। মূল্যায়ন কমিটি হাইপ্রোছোলা (ছোলা) ব্যাপকভাবে চাষীদের জন্য সুপারিশ করিয়াছে। কিন্তু মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সম্পদ জাতের (সরিষা) মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নাই। আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

কারীগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত জাতগুলি অনুমোদন লাভ করে।

(ক) সয়াবিন জাত— ডেভিস

(খ) সয়াবিন জাত— ব্রাগ

(গ) ধান জাত প্রগতি (বি, আর—১০)

(ঘ) ধান জাত মুক্ত (বি, আর—১১)

(ঙ) আঁখ জাত আই, এস, ডি—১৬

হাইপ্রোছোলা (ছোলা) এবং সম্পদ (সরিষা) সম্বন্ধে যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহা কারীগরি কমিটির পরবর্তী সভায় বিবেচনা করা হইবে।

১৫.৩ বীজ বর্ধন, আমদানী এবং বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি :

সদস্য সচিব জানান যে, বীজ বিধি ১৯৮০ এর ৩ (জি) উপধারা অনুসারে বীজ বর্ধন, আমদানী বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বোর্ড সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারই সিদ্ধান্ত নিয়া থাকেন। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সরকারই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত বোর্ডের সদস্য সচিবকে অবহিত করা হইবে এমন কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সদস্য-সচিবকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভায় উপস্থিত রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই পদ্ধতি সব্জী বীজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিন্তু পাট বীজের বেলায় পরিচালক, পাট বীজ বিভাগ, বিজেআরআই/কৃষি পরিচালক, (পাট উৎপাদন) সরকারী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বোর্ডের সদস্য সচিবকে অবহিত করিবেন।

দেশে কোন নূতন বীজের প্রবর্তন করিবার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএআরসি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হইবে এবং বোর্ডের সদস্য সচিবকে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জানানো হইবে।

১৫.৪ ইরাটম—২৪ এবং ইরাটম—৩৮ জাতের ফলাফল :

বিএডিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী ইরাটম—২৪ জাত চাষীদের নিকট খুবই জনপ্রিয় হওয়ায় তাহা চাষাবাদ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ইরাটম—৩৮ জাতের ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় ইহার চাষাবাদ স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৫.৫ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটির পরিবর্তন :

সভাকে জানানো হয় যে সকল সদস্যগণকে লইয়া মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ পূর্ববর্তী পদ হইতে অন্যত্র বদলী হওয়ায় কমিটির কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে না। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষি পরিচালক (সঃ ও বঃ/কৃষি পরিচালক, পাট উৎপাদন) হইতে যাহাদেরকে সদস্য হিসাবে লওয়া হইয়াছে তাহাদের কেহ মূল্যায়ন কমিটির সাথে মূল্যায়ন কাজে যোগদানে অসমর্থ হইলে অন্য কোন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। যে সমস্ত সদস্য প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাহাদের নাম সদস্য-সচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

মূল্যায়ন কমিটিতে কৃষকগণের মধ্য হইতে সদস্য রাখিবার উপর আলোচনা হয়। আলোচনায় মত প্রকাশ করা হয় যে, কৃষক পর্যায়ে সদস্য নেওয়া হইলে সহযোগিতার অসুবিধা হইতে পারে। এর অর্থনৈতিক দিকটিও বিবেচনার বিষয়।

এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মূল্যায়নের সময় কৃষি উন্নয়ন সংস্থা তাহাদের আওতাধীন স্থানীয় চুক্তিবদ্ধ চাষীগণকে মূল্যায়ন কাজে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে। তাহাছাড়া কৃষি উন্নয়ন সংস্থা সদস্য সচিবের নিকট চুক্তিবদ্ধ চাষীদের এলাকা ভিত্তিক তালিকা প্রদান করিবে।

১৫.৬ "বীজ বিধি—১৯৮০" এর প্রয়োগ এবং প্রত্যায়ন ফি আদায় :

"বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭" এবং "বীজ বিধি—১৯৮০" বিভিন্ন ধারা ও উপধারা মোতাবেক বীজ প্রত্যায়নের জন্য ফি আদায় সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং যেহেতু বর্তমানে শুধুমাত্র সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত বীজই প্রত্যায়ন করা হইয়া থাকে এবং বেসরকারী পর্যায়ে কোন বীজ প্রত্যায়ন করা হয় না সেই হেতু ফি আদায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

(ক) সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রত্যায়ন করিবার জন্য বর্তমানে কোন ফি নেওয়া হইবে না।

(খ) বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে প্রত্যায়ন ফি নেওয়া হইবে।

(গ) বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে প্রত্যায়ন ফি আদায়ের নিয়মাবলী বীজ অনুমোদন সংস্থা তৈরী করিবে এবং সিদ্ধান্তের জন্য কারীগরি কমিটির নিকট পেশ করিবে।

১৫.৭ **পাট বীজ প্রত্যায়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা :**

মোতাবেক দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পাট বীজ প্রত্যায়নের সুযোগ সুবিধার জন্য (সব্জী বীজসহ) একটি প্রকল্প তৈরী করিয়া ১৬-১-৮১ তারিখে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেলে দাখিল করা হয়। কিন্তু সভার চেয়ারম্যান জানান যে, টাকার অভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদন নাও হইতে পারে। তিনি বর্তমান সুযোগ সুবিধার মধ্যেই পাট বীজ প্রত্যায়নের কাজ বীজ অনুমোদন সংস্থাকে যথা সম্ভব চালাইয়া যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

৪.১৬ **পঞ্চদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :**

৩০-১২-৮১ তারিখে জনাব কাজী এম, বদরুদ্দোজা, নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য সূচী এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল :

১৬.১ **জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৪তম সভার কার্যবিবরণী গৃহীতকরণ :**

কোন সভার কার্য তালিকার সাথে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী বিতরণ এবং বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিবগণের নিকট প্রেরণ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

(ক) ১৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার কার্য তালিকার সাথে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করিতে হইবে।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অবগতি এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিবগণের নিকট বিতরণ করা হইবে।

১৬.২ **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারীগরি কমিটি কর্তৃক গৃহীত নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রমের অনুমোদন :**

(ক) আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইপ্রোছোলা (ছোলা) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক BAU-M/12 (সম্পদ) উদ্ভাবিত জাত কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করায় উল্লেখিত জাত দুইটি অনুমোদন করা হয়। উদ্ভাবক কর্তৃক প্রজননবিদের বীজ উৎপাদনের ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে উদ্ভাবক নিজেই প্রজননবিদের বীজ উৎপাদন করিয়া পরবর্তী বর্ধনের জন্য বীজ বর্ধনকারী সংস্থাসমূহকে সরবরাহ করিবেন।

(খ) **ধান, গম ও পাট, সূর্যমুখী, সয়াবিন, আলু এবং সব্জী বীজের বীজ মান :**

কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত (পরিশিষ্ট—৪) উল্লেখিত ফসলের "বীজ মান" আলোচনার পর অনুমোদন করা হয়। মাঝে মাঝে অনুমোদিত "বীজ মান" পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৬.৩ **মূল্যায়ন কমিটির পরিবর্তন :**

পরিচালক, শস্য সংরক্ষণ বিভাগ মত প্রকাশ করেন যে, কারীগরি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন টিমে শস্য সংরক্ষণ এর দিকে দেখা শুনার জন্য শস্য সংরক্ষণ বিভাগ হইতে একজন সদস্য রাখা যাইতে পারে। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ৪-১১-৮১ তারিখের স্মারক নং—বীঅস—৩/সি—৮/৮০ (অংশ)/১১৫৪ এর অংশ হিসাবে নিম্নে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	নাম ও পদবী	নেতা/সদস্য
১।	শস্য সংরক্ষণ পরিদপ্তর	জনাব এস, এ, খান	দলনেতা
২।	শস্য সংরক্ষণ পরিদপ্তর	জনাব হাবিবুল হক	সদস্য
৩।	শস্য সংরক্ষণ পরিদপ্তর	জনাব নজরুল ইসলাম	সদস্য

১৬·৪ বেসরকারী পর্যায়ে সব্জী বীজ উন্নয়ন কর্মসূচী :

কারীগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সব্জী বীজ উৎপাদনের কর্মসূচী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

১৬·৫ বর্তমান জাতীয় বীজ বোর্ডের সময় সীমা সম্পর্কে :

সভাপতি সভাকে জানান যে বীজ অধ্যাদেশের ৩ নং অনুচ্ছেদের উপধারা (১) এবং (২) অনুযায়ী ৩১-১২-৮১ তাং বর্তমান বীজ বোর্ডের কার্যকাল শেষ হইবে। কাজেই কৃষি ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্বিতীয় বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন এবং তিনি বীজ অনুমোদন সংস্থাকে দ্বিতীয় বীজ বোর্ড গঠনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং ১-১-৮২ তারিখ হইতে কার্যকরী দ্বিতীয় বীজ বোর্ড গঠন করার জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪·১৭ ষষ্ঠদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহ :

৩-৩-৮২ তারিখের কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং কৃষি/গবেষণা/বীজ—১২/৮২/১১৪ সংখ্যক পত্রে জাতীয় বীজ বোর্ড এর সদস্যদের তালিকা স্মারক লিপির মাধ্যমে প্রদানের পর ৬-৭-১৯৮২ তারিখ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।

১৭·১ ১৯-১২-৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৫তম সভার কার্যাবলী গৃহীতকরণ :

সভার শুরুতেই ১৫তম সভার কার্য বিবরণী গৃহীত করার পূর্বে পরিচালক, (সঃ ও ব্যঃ) জানাইয়া ছিলেন যে, সব্জী বীজের যে অংকুরোদ্গম মান বিশেষ করিয়া পুঁই শাকের বেলায় যে মান নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা খুবই কম। তখন সভাকে জানানো হয় যে, এই দেশে সব্জী বীজের মান খুবই কম থাকে এবং কারীগরি কমিটি কর্তৃক সব্জী বীজের যে "বীজ মান" দেওয়া হইয়াছে তাহা বোর্ড অনুমোদন করিয়াছিল। এইভাবে আলোচনার পর ১৫তম সভার কার্যাবলী গৃহীত হয়।

১৭·২ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব নির্বাচন :

"বীজ অধ্যাদেশ—১৯৭৭" এর শর্ত অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে হইতে জাতীয় বীজ বোর্ডের একজন সদস্য সচিব নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা সদস্য সচিব হিসাবে বোর্ডের কাজ চালাইয়া যাইবেন।

১৭·৩ জাতীয় বীজ বোর্ড গঠন :

সদস্য পরিচালক (সরেজমিন) বিএডিসি প্রশ্ন তোলেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং—কৃষি গবেষণা/বীজ—১২/৮২/১১৪ তারিখ—৩-৩-৮২ এর প্রেক্ষিতে যে জাতীয় বীজ বোর্ড গঠন করা হইয়াছে সেইখানে মূল্য নিরূপণ প্রতিবেদনের Appraisal Report নং—১১৪—বিডি'র "শস্য বীজ প্রকল্প—১৯৭৩" অনুযায়ী হয় নাই। তাহার জবাবে সভাপতি বলেন যে, কেবল যারা সংশ্লিষ্ট বিষয় নীতি নির্ধারণ করেন তাহারাই বোর্ড এর সদস্য হইতে পারিবেন এবং কৃষি গবেষণা পরিষদের নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যানকে উক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া একটি নূতন সদস্য তালিকা তৈরী করিয়া বোর্ডের আগামী সভায় তাহা পেশ করিবার অনুরোধ জানান। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিএআরসির নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের একটি তালিকা প্রদানের পর আগষ্ট/৮২ মাসে তাহা বিবেচনার জন্য "বিশেষ সভা" অনুষ্ঠিত হইবে।

৪·১৮ সপ্তদশ সভার সিদ্ধান্ত :

জনাব এ, এস, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ২৯-৩-৮৩ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য সূচীসহ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হইল :

১৮.১ ৬-৭-৮২ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী গৃহীতকরণ:

সভার শুরুতেই জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী গৃহীত হয়।

১৮.২ কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যক্রমসমূহের অনুমোদন।
কারীগরি কমিটির সুপারিশ হইতে সিদ্ধান্তসমূহ—

(ক) যেহেতু বিএডিসির কোন জাত প্রবর্তন (Introduction) করিবার অধিকার নাই সেই হেতু বিএডিসি কর্তৃক প্রাপ্ত "Australian" সরিষার জাত কারীগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(খ) বিএডিসির মজুদকৃত "অষ্ট্রেলিয়ান" জাতের সরিষার বীজ যদি কোন রোগ প্রতিরোধক দ্বারা শোধন করা না হইয়া থাকে তবে উক্ত বীজকে অ-বীজ হিসাবে ঘোষণা করা হইবে।

(গ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভাবিত বিএইউ—৬৩ (ভরসা) জাতের ধান এবং বিএআরআই হইতে উদ্ভাবিত বিএডব্লিউ—১৮ (আনন্দ), বিএডব্লিউ—২৮ (কাঞ্চন), বিএডব্লিউ—৩৯ (বরকত) এবং বিএডব্লিউ—৪৩ (আকবর) গম জাতের সাময়িকভাবে অনুমোদনের জন্য কারীগরি কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং সব্জী হিসাবে "গিমা কলমী" টাসাকীসান মূলা—১কে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

১৮.৩ বেসরকারী পর্যায়ে সব্জী বীজ উন্নয়ন কর্মসূচী:

সব্জী বীজ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) বেসরকারী পর্যায়ে সব্জী বীজ উৎপাদন বন্টন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের খাদ্য শস্য বিভাগ দেখা শুনা করিবে।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক যে সমস্ত সব্জী বীজের ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে খাদ্য শস্য বিভাগ তাহার একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(গ) বিভিন্ন জাতের সব্জী বীজের মূল্যায়নের জন্য কৃষি গবেষণা পরিষদ ছকপত্র প্রণয়ন করিবে।

১৮.৪ জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলী:

জাতীয় বীজ বোর্ডের অতীত কার্যাবলী সর্বদা স্বরণ রাখা (recollect) সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলী সংকলন করে "বার্ষিক প্রতিবেদন" আকারে প্রকাশ করা হইবে।

১৮.৫ বিবিধ:

সভার সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন যে, তামাক উন্নয়ন বোর্ড কৃষি পরিচালনা দপ্তর (পাট উৎপাদন) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহিত একীভূত হওয়ায় একজন সদস্য কম হইয়া যাওয়ায় নূতন সদস্য নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এর প্রেক্ষিতে নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান কৃষি গবেষণা পরিষদ মত প্রকাশ করেন যে, পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইন্ষ্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যে সমস্ত সদস্যদের পদবী পরিবর্তন হইয়াছে তাহাদের গেজেট নোটিফিকেশন প্রয়োজন কি না এ ব্যাপারেও আলোচনা হয়। আলোচনার পরে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইন্ষ্টিটিউটকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের পদবী পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়।

(গ) আণবিক শক্তি কমিশনের সদস্যের বর্তমান ঠিকানা প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত আণবিক কৃষি প্রতিষ্ঠান, কৃষি গবেষণা পরিষদ, ফার্মগেট, ঢাকা লেখা হইবে।

৪·১১ জাতীয় বীজ বোর্ডের অষ্টাদশ সভার কার্য্য বিবরণী :

১৫-৩-৮৪ তারিখ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১১·১ ২৯-৩-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের সপ্তদশ সভার কার্যাবলী অনুমোদন :

সপ্তদশ সভার কার্যাবলী অনুমোদন করিবার পূর্বে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বিতরণকৃত "অষ্ট্রেলিয়ান" জাতের সরিষার চাষাবাদ লইয়া সভায় আলোচনা হয় এবং বলা হয় যে, এই জাতের চাষাবাদ বর্তমানে চাষীদের নিকট প্রসার লাভ করিয়াছে যদিও জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক উক্ত বীজ অ-বীজ হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে প্রচলিত যে সমস্ত জাত চাষাধীন আছে ঐ সমস্ত জাত উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট "অষ্ট্রেলিয়ান" জাতের সরিষা আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবে এবং কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(খ) বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের যে সমস্ত জাত এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের কার্যকারীতা সম্বন্ধে একটি জরীপ করা যাইতে পারে।

কৃষি গবেষণা পরিষদ এই জরীপের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত জাতসমূহকে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশের ব্যবস্থা করিতে পারে।

(গ) জনপ্রিয় শীতকালীন বিদেশী শাক-সব্জী বেশ কিছু জাত বাংলাদেশে অনেক দিন যাবৎ প্রচলিত আছে। কৃষি গবেষণা পরিষদ, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং কৃষি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় এই সমস্ত জাতের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভা সত্বর আহবান করিয়া এই তালিকার অনুমোদন দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সদস্য সচিবকে জ্ঞাত করিবে।

১১·২ বিদেশ হইতে সব্জী বীজ আমদানী :

বিদেশ হইতে কোন বীজ আমদানীর ব্যাপারে আলোচনা করিতে গিয়া ইহা পরিস্কার হয় যে, বর্তমানে এই দেশে বিভিন্ন সংস্থা জাতীয় বীজ বোর্ডের অগোচরেই বীজ আমদানী করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত কোন বীজ আমদানী করা যাইবে না।

(খ) কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কোন বীজ সরাসরি আমদানী করিতে পারিবে না।

(গ) সকল প্রকার বীজ আমদানীর পূর্বে বীজের নমুনা, বীজের জাত, পরিমাণ এবং যে দেশ হইতে বীজ আমদানী করিবে তাহার নাম উল্লেখসহ কমপক্ষে আমদানীর এক বৎসর পূর্বে উক্ত সংস্থা কৃষি গবেষণা পরিষদের নিকট আবেদন পেশ করিবে এবং কৃষি গবেষণা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউটের সহায়তায় উল্লেখিত জাতের বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযুক্ততা বিচার করিবে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করিবে। বীজ বোর্ডের সভার সুপারিশে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় বীজ আমদানীর ছাড়পত্রের জন্য আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করিবে।

উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের পর সপ্তদশ সভার কার্যাবলী অনুমোদিত হয়।

১৯·৩ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৭তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন :

সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, ২৮-৬-৮৩ তারিখের নং—বীঅস/৩-৮/৮২(অংশ)/৯০৫ সংখ্যক পত্রে সূর্যমুখীর ডি এস—১ (কিরনী), গিমা কলমী এবং তাসাকি সান মূলা—১ জাতের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে—

ডিএস—১ (কিরনী), গিমা কলমী এবং তাসাকি সান মূলা—১ এই তিনটি জাতের গেজেট নোটিফিকেশন না হইয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯·৪ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটকে বিএইউ—৬৩ (ভরসা) জাতের কিছু ধান বীজের নমুনা পাঠানোর জন্য যে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল সেই বিষয়ে সভাপতি জানিতে চাহিলে ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কিছু বীজের নমুনা পাওয়া গিয়াছে। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের অনুমোদন দান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

যে কোন গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট উন্নত জাত উদ্ভাবনের গবেষণার শেষ পর্যায়ের পরীক্ষার একটি অংশ ঐ ফসলের জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের খামারের সহযোগিতায় করিবে এবং ইহার ফলাফল জাত অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত আবেদন পত্রে উল্লেখ করিবে।

১৯·৫ সদস্য-সচিব জাতীয় বীজ বোর্ড সভাকে জানান যে, দুইটি গম জাতের বিএডব্লিউ—৩৯ এবং বিএডব্লিউ—৪৩ এর জনপ্রিয় নাম দেওয়ার জন্য পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিএডব্লিউ—৩৯কে বরকত এবং বিএডব্লিউ—৪৩কে আকবর নাম পাঠাইয়াছেন।

(ক) সভায় বিএডব্লিউ—৩৯কে বরকত এবং বিএডব্লিউ—৪৩কে আকবর এই দুইটি নাম গ্রহণ করা হয়।

(খ) বিএডব্লিউ—১৮ (আনন্দ), বিএডব্লিউ—২৮ (কাঞ্চন), বিএডব্লিউ—৩৯ (বরকত) এবং বিএডব্লিউ—৪৩ (আকবর) এই মোট চারটি অনুমোদিত গম জাতের গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯·৬ ১৭তম সভা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্য শস্য বিভাগ FCDকে অনুমোদিত জাতের শাক-সব্জীর তালিকা দেওয়া হয় (নং—বীঅস/৩-৮/৮২ (অংশ)/৬৬৪ তারিখ—১৮-৫-৮৩)। এই সম্পর্কে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক, অনুমোদিত সকল জাতের তালিকা তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ বীজ অনুমোদন সংস্থা তৈরী করিবেন এবং কৃষি গবেষণা পরিষদ উহা প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।

১৯·৭ "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন" তৈরী করার ব্যাপারে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এই ব্যাপারে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন তৈরী করিবেন এবং কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশ করিবে।

১৯·৮ কারীগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যক্রমসমূহের অনুমোদন :

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত যে চারটি জাত কারীগরি কমিটি সাময়িকভাবে অনুমোদন দান করিয়াছেন তাহা বোর্ডকে অবহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—

কারীগরি কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশকৃত জাতসমূহের বৈশিষ্ট্যের বিবরণসহ যথাসময়ে বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সদস্য-সচিব জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় তাহা পেশ করিবেন।

১৯·৯ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত সম্বল এর (এম—২৪৮) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সভায় আলোচনা হয় এবং আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—

সম্বল (এম—২৪৮) জাতের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বৈশিষ্ট্যের বিবরণসহ পরবর্তী সভায় পেশ করিবার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১৯·১০ কাজী পেয়ারা—১, বাটিশাক এবং চীনাশাক এর অনুমোদনের জন্য বোর্ডের সভায় আলোচনা হয়। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে—

কাজী পেয়ারা—১, বাটিশাক এবং চীনাশাকের ক্ষেত্রেও তাহাদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণসহ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করা হইবে।

১৯·১১ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব নির্বাচন :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৩-৯-৮৩ তারিখের নং—কৃষি—৬/বীজ—১৭/৮৩/৩৮০/১(১৯) নোটিফিকেশনের নির্দেশক্রমে বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সচিব নিয়োগ করার নির্দেশ ছিল। এই সম্বন্ধে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে—

বীজ অনুমোদন সংস্থার পরিচালক পদাধিকারবলে বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব থাকিবেন। যথা সময়ে বীজ অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

১৯·১২ বিবিধ :

কারীগরি কমিটি কর্তৃক ৩০-৬-৮৩ তারিখের ৯ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের যে "ছকপত্র" রহিয়াছে উহার দ্বিতীয় অংশে ক্রমিক নং—৫ এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন করিবার সুপারিশ বোর্ড অনুমোদন করেন (পরিশিষ্ট—৫) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে—

"ছকপত্রের দ্বিতীয় অংশে ক্রমিক নং—৫ এর মধ্যে "The Standard yield trial results should exhibit the yield data of the crop cultivar in question, year & locationwise, against a Standard variety covering the results of 1—2 years"

এই অংশটি বন্ধনীর ভিতর রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯.১৩ ইতিপূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যবিবরণী ইংরেজী ভাষায় লিখা হইত। এই ব্যাপারে বোর্ডের সভায় আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্য্যবিবরণী বাংলা ভাষায় লেখা হইবে।

পরিশিষ্ট—১

NATIONAL SEED BOARD OF BANGLADESH

(Proforma for obtaining approval of the
N.S.B.for a new crop variety/cultivar)

1. Name and address of the Organisation/Research Centre/University responsible for development of the new variety.

2. (a) Botanical name of the crop to which the new variety belongs
   (b) Station No. ....
   (c) Proposed popular name..

3. Origin of the variety/cultivar
   A : (a) Pure line selection ☐
   (b) Name and Genetic Stock No. of the pureline ....
   (c) Source of the pureline..
   B : (a) Introduction ☐
   (b) Country of Origin ....
   (c) Original Station No. Genetic Stock No. Name & Pedigree.................
   C : (a) Hybridization; ☐
   (b) Parentage
   (c) Pedigree No.
   D : (a) Mutation Breeding ☐
   (b) Original mother variety

4. Ecological requirement of the new variety :
   (a) Season ....
   (b) Soil ....
   (c) Water ....

5. Agronomical requirement of the new variety :
   (details are to be given in the comprehensive report)
   (a) Method of cultivation
   Direct seeded in cultivated land ☐ Line showing Direct seeded in uncultivated moist land ☐ Transplanted ☐
   (b) Seed rate ....
   Spacing ....
   Population per acre ....
   (c) Fertilizer requirement ....
   ....

(d) Innoculation needed with speciment of..

(e) Duration of the crop in the field (seed to seed) ....

6. Describe, if special processing is needed for the product to be used................

7. Quality of the crop part to be used :
(Give the percent)

Carbohydrate...

Fat or Oil..

Protein ....

Other important chemical compositions like essential aminoacid......................

Presence of any antimetabolites of toxins..
(for rice give analyse p.c., milling p.c.,
imbition ration, cooking quality and taste).

For wheat give baking quality if pssible ....

8. Indicate whether test on disease or pest reactions have been done
(Supply details of reactions in comprehensive report)...............................

9. Give any other special features of the new varitey..................................

....

10. Have you completed the following tests :

(a) Advance yield trials

(b) Zonal yield trials

(c) Agronomical trails—Specify when and where these were conducted (Give details in comprehensive report).

(d) Animal feeding tarials if it is a mutant or if one or more wild types are present in the percentage in case of hybridization.

Signature of the Head of the Organization .

(*N.B.* : Supporting papers on experiment should be attached where necessary).

পরিশিষ্ট—২

অন্তর্বর্তীকালিন বীজ মান

(১৮-১২-৭৬)

ধান

		প্রজননবিদের বীজ	প্রত্যায়িত
১। বিশুদ্ধ বীজ	(সর্বোচ্চ)	৯৮.০%	৮৮.০%
২। বংশগত বিশুদ্ধতা (সামান্য তারতম্য)	,,	..	৩.০%
৩। অন্যান্য খাট/লম্বা জাত	,,	০.৫%	৩.০%
৪। জড় পদার্থ	,,	১.২%	৫.৫%
৫। আগাছা (এবং অন্যান্য ফসলের বীজ)	,,	০.৩%	০.৫%
৬। অংকুরোদগম	(সর্বনিম্ন)	৯৫.০%	৮০.০%

গম

১। বিশুদ্ধ বীজ	(সর্বনিম্ন)	৯৮.০%	৯০.০%
২। সংকোচিত ও ছোট দানা	(সর্বোচ্চ)	..	৫.০%
৩। অন্যান্য জাত	,,	০.৫%	২.০%
৪। জড় পদার্থ	,,	১.২%	২.৫%
৫। আগাছা (এবং অন্যান্য শস্য বীজ)	,,	০.৩%	০.৫%
৬। অংকুরোদগম	(সর্বনিম্ন)	৯৫.০%	৮০.০%

স্বাঃ পরিচালক
বীজ অনুমোদন সংস্থা

পরিশিষ্ট—৩

২৫-৫-৭৯ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডাল ও তৈল জাতীয় ফসলের প্রজননবিদের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের "বীজ মান"

তৈল বীজ :

ক্রমিক নং	বিষয়	চিনাবাদাম			সরিষা			তিল		
		প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন)	৯৯%	৯৭%	৯৫%	৯৭%	৯৪%	৯২%	৯৮%	৯৭%	৯৫%
২।	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ)	১%	৩%	৫%	২%	৩%	৫%	১%	২%	৩%
৩।	অন্যান্য ফসলের বীজ	...	...	..	১%	৩%	৩%	১%	১%	২%
৪।	অংকুরোদগম (সর্বনিম্ন)	৯০%	৮৫%	৭৫%	৯০%	৯০%	৮৫%	৯০%	৮৫%	৮৫%
৫।	আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ)	৯%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%

ডাল জাতীয় :

ক্রমিক নং	বিষয়	মসুর			ছোলা			মুগ			মাস কলাই		
		প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১০	১২	১৩	১৪
১।	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন)	৯৮%	৯৬%	৯৫%	৯৮%	৯৬%	৯৫%	৯৮%	৯৬%	৯৫%	৯৮%	৯৬%	৯৫%
২।	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ)	১%	৩%	৩%	১%	৩%	৩%	১%	৩%	৩%	১%	৩%	৩%
৩।	অন্যান্য ফসলের বীজ	১%	১%	২%	১%	১%	২%	১%	১%	২%	১%	১%	১%
৪।	অংকুরোদগম (সর্বনিম্ন)	৮৫%	৮০%	৮০%	৯০%	৮৫%	৮৫%	৮৫%	৮০%	৮০%	৮৫%	৮০%	৯০%
৫।	আর্দ্রতা	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%

ক্রমিক নং	বিষয়	মটর			খেসারি			অড়হর			বরবটি		
		প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যায়িত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১।	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন)	৯৮%	৯৬%	৯৫%	৯৮%	৯৬%	৯৫%	৯৭%	৯৫%	৯৪%	৯৮%	৯৬%	৯৫%
২।	জড় পদার্থ (সর্বোচচ)	১%	৩%	৩%	১%	৩%	৩%	২%	৩%	৩%	১%	৩%	৩%
৩।	অন্যান্য ফসলের বীজ	১%	১%	২%	১%	১%	২%	১%	২%	৩%	১%	১%	২%
৪।	অংকুরোদগম (সর্বনিম্ন)	৮৫%	৮০%	৮০%	৮৫%	৮০%	৮০%	৯০%	৮৫%	৮৫%	৮৫%	৮০%	৮০%
৫।	আর্দ্রতা	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%

স্বাঃ পরিচালক
বীঅগ

পরিশিষ্ট—৪

৩০-১২-৯১ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রজননবিদের বীজ, ভিত্তি বীজ এবং প্রত্যায়িত ধান, গম ও পাট বীজের "বীজ মান"

ক্রমিক নং	বিষয়	ধান			গম			পাট			মন্তব্য
		প্রজননবিদ	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজননবিদ	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজননবিদ	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন)	৯৯.০০%	৯৬.০০%	৯৪.০০%	৯৯.০০%	৯৬.০০%	৯৪.০০%	৯৯.০০%	৯৮.০০%	৯৬.০০%	
	(ক) আক্রান্ত বীজ (সর্বোচ্চ)	(০০.০০)	(০.৫০%)	(০.৫০%)	(০০.০০%)	(০.২০%)	(০.২০%)	(০০.০০)	(০.২০%)	(০.২০%)	
২।	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ)	১.০০	৩.০০%	৪.০০%	১.০০%	২.০০%	৩.০০%	১.০০%	১.০০%	৩.০০%	
৩।	অন্যান্য বীজ (সর্বোচ্চ)	(০০.০০	১.০০%	২.০০%	০০.০০	২০০%	৩.০০%	০০.০০	১.০০%	১.০০%	
	(খ) আগাছা বীজ (সর্বোচ্চ)	(০০.০০)	(৮/কেজি)	(১০/কেজি	(০০.০০)	(৮/কেজি)	(১০/কেজি	(০০.০০)	(২০/কেজি)	(০.১০%)	
৪।	অংকুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন)	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	
৫।	আর্দ্রতার পরিমাণ (সর্বোচ্চ)	১২.০০%	১২.০০%	১২.০০%	১২.০০%	১২.০০%	১২.০০%	৮.০০%	১০.০০%	১০.০০%	

৩০-১২-৯১ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ধান, গম এবং পাটবীজ ফসলের মাঠমান

ক্রমিক নং	বিষয়	ধান		গম		পাট		মন্তব্য
		ভিত্তি	প্রত্যায়িত	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	
১।	পৃথকীকরণ দূরত্ব	৩ গজ	৩ গজ	৩ গজ	৩ গজ	৬০ গজ	২০ গজ	
২।	অন্যান্য জাত/অফটাইপ—	০.০৮%	০.৮%	০.১%	০.৫০%	০.৫%	১.০০%	
৩।	অন্যান্য ফসল—	০.০১%	০.৫%	০.০৫%	০.১%	..	..	
৪।	আপত্তিকর আগাছা—	০.০১%	০.০২%	০.০৩%	০.০৫%	..	..	
৫।	বীজবহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত গাছ	০.১%	০.৫%	০.২৫%	০.৫%	১.০০%	৩.০০%	
						ক্লোরোসিস	ক্লোরোসিস	

৩০-১২-৮১ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রজননবিদের বীজ, ভিত্তি বীজ এবং প্রত্যায়িত সূর্যমুখী ও সয়াবিন বীজের "বীজ মান"।

ক্রমিক নং	বিষয়	সূর্যমুখী			সয়াবিন			মন্তব্য
		প্রজননবিদ	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	প্রজননবিদ	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১।	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন)	৯৮.০০%	৯৬.০০%	৯৪.০০%	৯৬.০০%	৯৬.০০%	৯৪.০০%	
২।	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ)	১.০০%	২.০০%	৪.০০%	১.০০%	২.০০%	৪.০০%	
৩।	অন্যান্য বীজ (সর্বোচ্চ)	১.০০%	২.০০%	২.০০%	১.০০%	২.০০%	২.০০%	
৪।	অংকুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন)	৮৫.০০%	৮২.০০%	৮০.০০%	৮৫.০০%	৮২.০০%	৮০.০০%	
৫।	আর্দ্রতার পরিমাণ (সর্বোচ্চ)	৯.০০%	১০.০০%	১০.০০%	১২.০০%	১২.০০%	১২.০০%	

৩০-১২-৯১ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত গোল আলুর মাঠমান এবং বীজমান।
মাঠমান (ফিল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

সাধারণ প্রয়োজন :

১। পৃথকীকরণ দূরত্ব :– আলুর বীজ জমি জাতের অবক্ষয় প্রাপ্ত ফসল এবং স্থানীয় জাতের জমি থেকে কমপক্ষে ৩০·৪৮ মিটার দূরে এবং একই পরিবারভুক্ত অন্যান্য ফসল থেকে ১৫·২৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।

সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন :–

আলুর কোন বীজ ফসল নিম্নোক্ত স্তরগুলোতে উহাদের পার্শ্বে লিখিত মান সম্পন্ন হতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	স্তর	সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য	মন্তব্য
১।	বীজাত/অন্যান্য জাত	..	০.২%	
২।	লিফরোল ভাইরাস	প্রথম পরিদর্শন	৫.০%	
		দ্বিতীয় পরিদর্শন	২.০০%	
৩।	মোজেক ভাইরাস	প্রথম পরিদর্শন	২.০০%	
		দ্বিতীয় পরিদর্শন	১.০০%	
৪।	মড়ক (লেট ব্লাইট, চক্রপচন (ব্যাকটেরিয়াল রিংরট)	..	গ্রহণযোগ্য নহে	
	এবং	..		
	ওয়ার্ট	..	,,	
৫।	অন্যান্য রোগ	..	২.০০%	

আলুর বীজ মান

১। আঘাতপ্রাপ্ত, কটা থেতলানো এবং কোন কারণে সেকেণ্ডারী গ্রোথ দেখা দিলে সেগুলি বীজ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। অন্য জাতের মিশ্রন ০.২% এর বেশী গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। আলু বীজকে নিম্নোক্ত ৩টি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) ২৮ থেকে৩৫ মিলিমিটার ব্যাসের আলু গ্রেড-১ হিসাবে গণ্য হবে।

(খ) ৩৫ থেকে ৪৫ মিলিমিটার ব্যাসের আলু গ্রেড-২ হিসাবে গণ্য হবে।

(গ) ৪৫ থেকে ৫৫ মিলিমিটার ব্যাসের আলু গ্রেড-৩ হিসাবে গণ্য হবে।

১০-১২-৮১ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শাক সবজী বীজের "অংকুরোদগম মান"

ক্রমিক নং	শাকসবজী ফসল	অংকুরোদগম (শতকরা হিসাব)	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১।	মূলা বাগান, মটর শুটি, ফরাস বিন, দেশী সীম, বরবটি।	৭০	
২।	লেটুস, টমেটো, পেয়াজ, তরমুজ, ঝিংগা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ওয়াক্স গোর্ড, শসা, ফুটি, ডাটা, ক্ষিংকং মরিচ ও বেগুন।	৬০	
৩।	ফুলকপি ও চেরস	৬৫	
৪।	পালংশাক	৫০	
৫।	মিষ্টি ভুট্টা	৭৫	

পরিশিষ্ট—৫

NATIONAL SEED BOARD OF BANGLADESH

Proforma for obtaining approval of the N.S.B. for a new crop variety/cultivar (Thirty Copies of the Part I and II are to be submitted for consideration of the National Seed Board) :

PART I TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE PROPOSED VARIETY/CULTIVAR

1. Name and address of the organization responsible for the development of the new ariety. :
2. (a) Botanical name of the crop to which the new variety belongs. :
   (b) Station number :
   (c) Proposed popular name :
3. Origin of the variety/cultivar :
   (a) Introduction :
   (b) Country of origin :
   (c) Original station number :
   (d) Pedigree No. :
   (e) Parentage :
4. Ecological requirement of the new variety :
   (a) Season :
   (b) Soil :
   (c) Water
   (d) Any other information :
5. Agronomical requirement of the new :
   (a) Method of cultivation :
   (b) Seed rate :
   (c) Spacing :
   (d) Population per acre :
   (e) Fiertilizer requirement per acre :
   (f) Duration of the crop in the field (seed to seed). :
6. Describe, if special processing needed for the product to be used. :

7. Quality of the crop part to be used :

8. Indicate whether tests on disease and insect reaction have been done. :

9. Give any other special feature of the new variety. :

10. Indicate whether the following tests have been conducted. :

    (a) Advanced yield trials :
    (b) Zonal trials
    (c) Agronomical trials

11. Signature and designation of the head of the organization and seal. :

PART II : COMPREHENSIVE REPORT OF THE VARIETY

The comprehensive report should include the following informations, to be supplied in separate sheet :

1. Method of development of the variety including the source of breeding materials.
2. Gross morphology of the new variety.
3. Indicate agro-ecological requirements.
4. Indicate optimum cultural practices including fertilizers and water management.
5. Standard yield-trial results and their interpretation about the new variety (The standard yield-trial results should exhibit the yield data of the crop cultivar in questionnaire and location-wise against a standard variety covering the result of 1—2 years.)
6. Method of hervesting.
7. Processing and storing method (indicate if any new technique will be needed).
8. (a) Chemical composition, quality nutrilnt status and cooking qualities (for edibles)

   (b) Recovery ratio (where applicable).
9. Reaction to pests and diseases.
10. Part of the plant to be used as seed.
11. Method of seed production (special precaution to be taken for open pollinated varieties or hybrids). Isolation standerd.
12. (a) Who will produce "Breeders seed" and where ?

    (b) Indicate how much "Breeders seed" you may supply seasonally

Signature of the head;
of the organization and seal.

B.G.P.-96/97—2927B—500-25-1-97